ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 September, 2019 ■ আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৩ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাধারঘাট উপনির্বাচনে ইতিহাস তৈরির ডাক বিপ্লব ও মানিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ইতিহাস তৈরির ডাক দিল শাসক বিজেপি ও বিরোধী দল সিপিএম। ভোটের প্রচারে গিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শুক্রবার বলেন, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় অধিক ভোটার ব্যবধানে বিজেপিকে জয়ী করে ইতিহাস তৈরি করুণ। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট প্রার্থীর প্রচারে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বিজেপি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার বিষয়গুলি তুলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাধারঘাট কেন্দ্রের উপ

নির্বাচনে এই কেন্দ্রের ভোটাররা যাতে বাম প্রার্থীকে জয়ী করে নতুন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রচারে ঝড় তুললেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ভোটারদের উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান, বাধারঘাট কেন্দ্রে পদ্মফুল আবারো ফুটিয়ে তুলুন, নির্বাচনে ইতিহাস তৈরি করুণ।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব সকাল থেকেই বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদারকে নিয়ে রোড শো করেন। এরপর তিনি একাধিক পথসভায় ভাষণ দিয়েছেন। প্রচারে বিপুল সমর্থন লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বিপ্লববাবু বলেন, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাবাসী দুই হাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। তাই, ত্রিপুরায় দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান সম্ভব হয়েছিল। তাঁর কথায়, প্রয়াত দিলীপ সরকারের স্বপ্নকে বাস্তবায়নে বিজেপি প্রার্থীর বিজয়ী হওয়া খুব জরুরি। তাঁর দাবি, বিজেপি উপনির্বাচনে জয়ী হলে বাধারঘাট কেন্দ্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হচ্ছেন এ এ কুরেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন মুখ্যবিচারপতি হিসেবে বিচারপতি অকিল আব্দুলহামিদ কুরেশির নাম প্রস্তাব করেছে সুপ্রিমকোর্টের কলেজিয়াম। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কলেজিয়াম ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে তাঁর নাম সুপারিশ করেছে।

আশ্চর্য্যজনক ভাবে সুপ্রিমকোর্টের কলেজিয়াম বিচারপতি অকিল কুরেশিকে নিয়ে পূর্ববর্তী প্রস্তাব পুনঃ বিবেচনা করেছে। ইতিপূর্বে তাঁকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছিল কলেজিয়াম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গত ২৩ আগস্ট এবং ২৭ আগস্ট সুপ্রিমকোর্টকে লেখা চিঠিতে ওই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তির কারণে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এস এ বুবদে এবং বিচারপতি এন ভি রামানা'র কলেজিয়াম গত পাঁচ সেপ্টেম্বর বিচারপতি অকিল কুরেশিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অর্থমন্ত্রীর একগুচ্ছ ঘোষণা, কমল কর্পোরেট কর

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর।। ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নয়াদিল্লিতে এই নিয়ে চতুর্থ সাংবাদিক বৈঠকে শুক্রবার বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ বাড়াতে অর্থনীতিতে কর্পোরেট কর হ্রাস এবং অন্যান্য আর্থিক ছাড়ের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ঘোষণাগুলি তুলে ধরা হচ্ছে।

বড় ছাড় কর্পোরেট করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কর্পোরেট মহলকে খুশি করার রাস্তা বেছে নিলেন অর্থমন্ত্রী। ঘোষণা করলেন, কমানো হচ্ছে কর্পোরেট কর। কর্পোরেট কর কমিয়ে ২২ শতাংশ করা হচ্ছে। সারচার্জের পর যা দাঁড়াবে ২৫.১৭ শতাংশ। পূর্বে যা ছিল ৩৪.৯৪ শতাংশ। অর্থমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি শিল্পমহল। মিনিমাম অলটারনেট ট্যাক্স-এ ১৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ন্যূনতম বিকল্প কর বা মিনিমাম অলটারনেট ট্যাক্স (এমএটি - ম্যাট) কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হচ্ছে। ছাড়/ ইনসেনটিভ না পাওয়ায় দেশীয় সংস্থাগুলিকে ন্যূনতম বিকল্প কর (ম্যাট) দিতে হবে না। নতুন দেশীয় সংস্থা, যেগুলি ১ অক্টোবর, ২০১৯ বা তার পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, উৎপাদনে নতুন বিনিয়োগ করে ১৫ শতাংশ হারে আয়কর দিতে পারে, আগে যে হার ছিল ২৫ শতাংশ। তবে, সংস্থাগুলি কোনও ছাড়/ ইনসেনটিভ গ্রহণ না করলে এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ সালের মধ্যে উৎপাদন শুরু করলে সামান্য কর প্রযোজ্য হবে। এতে কার্যকর করের হার সারচার্জ এবং শুল্ক সহ ১৭.০১ শতাংশ হবে, যা এর আগে ছিল ২৯.১২ শতাংশ। নতুন দেশীয় সংস্থাগুলিকেও ম্যাট দিতে হবে না।

ঋণ নিয়ে তিনটি ঘোষণা দেন তিনি। এগুলি হল, ১. ঋণ শোধ করতে সমস্যা হলেও ২০২০-র মার্চ পর্যন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাদবপুর কান্ডের নিন্দা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বাবুল সুপ্রিয়-কে হেনস্তার ঘটনায় কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব। তিনি টুইট করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা অর্জনের স্থান। সেখানে বামপন্থী গুন্ডাদের কোন স্থান নেই।

বৃহস্পতিবার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি-র অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ছাত্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। তাঁকে কিল, চর, ঘুষিও মেরেছেন পড়ুয়ারা। শুধু তাই নাই, রাত ৮টা পর্যন্ত তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে অবরুদ্ধ করে রাখেন তাঁরা। এমনকি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপেও বাবুল সুপ্রিয়-কে উদ্ধারে ১ ঘন্টারও বেশি সময় লেগেছে। গতকালের নজিরবিহীন ওই বিক্ষোভ কলঙ্কিত করেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রচুর বেআইনি বিদেশি মদ উদ্ধার, আবগারি কর্মীকে পিটিয়ে পলাতক চালক ও সহচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। দুর্গোৎসবকে ঘিরে ত্রিপুরায় বিদেশি মদের বেআইনি মজুত বাড়ছে। ফলে শুক্রবার আবগারি দফতরের অভিযানে প্রচুর বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, মদ পাচারে ব্যবহৃত গাড়ির চালক এবং সহ-চালক আবগারি দফতরের কর্মীকে আক্রমণ করে পালিয়ে যায়।

আজ সকালে আবগারি দফতরের সিনিয়র ইন্সপেক্টর সনৎ দেওয়ানের নেতৃত্বে বিভাগীয় কর্মীরা বেআইনি বিদেশি মদ উদ্ধার অভিযানে নামেন। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আগরতলা-মোহনপুর রাস্তায় তিনটি স্থানে ওত পেতে বসেন তাঁরা। তবে, গুর্খাবস্তি নেহরু পার্ক সংলগ্ন ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে মদ বোঝাই ট্রাক আটক করতে সক্ষম হন তাঁরা।

আবগারি দফতরের সিনিয়র ইন্সপেক্টর সনৎ দেওয়ান বলেন,

টিআর ০১ ওয়াই ১৬৮২ নম্বরের ট্রাক থেকে ৪৭ কার্টুন বিদেশি মদ, ৩৪ কার্টুন ক্যান বিয়ার এবং ১৫ কার্টুন বিয়ার উদ্ধার হয়েছে। তবে, ওই ট্রাকের চালক এবং সহ-চালক পালতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান, ট্রাক আটক করার পর চালক এবং সহ-চালক পালানোর চেষ্টা করেছিল। তাদের আটক করতে গিয়ে আবগারি কর্মী তন্ময় আচার্য আক্রান্ত হয়েছেন। ওই দুজন তাঁকে রড দিয়ে প্রহার করে পালিয়ে যায়। সনৎবাবু জানান, তন্ময় আচার্যের মাথায় এবং ঘারে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তাঁকে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, পুজোর আগে এ-ধরনের অভিযান জারি থাকবে।

পিএসইউ'র পেনশনার্সদের বৈষম্য দূর করার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।। সরকার অধিকৃত সংস্থার পেনশনারদের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার নির্দেশ দিল আদালত। এর ফলে দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত হল। অল ত্রিপুরা ইপিএফ পেনশনার্স এন্ড এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী দূর্গেশ চৌধুরী ত্রিপুরা সরকারের পেনশনারদের মত সমপরিমাণে আন্ডার টেকিং কর্মচারী এবং পেনশনারদের পেনশন প্রদানের দাবি জানিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করেন।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার এবং টিইউজেএস-কংগ্রেস জোট সরকার কর্তৃক সৃষ্ট বৈষম্যমূলক সাত ধরনের পেনশন ফর্মূলার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্রী চৌধুরী তার দীর্ঘ রিট পিটিশনে আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। পরবর্তী সময়ে মাননীয় বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে উক্ত মামলার শুনানি হয়। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং মামলাকারীর পক্ষে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আগত বিশিষ্ট আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়ের সওয়াল জবাব শেষ হবার পর মাননীয় হাইকোর্ট (ডিভিশন বেঞ্চ) রাজ্য সরকারকে আগামী ছয়মাসের মধ্যে ১৭০ (একশত সত্তর) জন মামলার আবেদনকারীদের পেনশন প্রদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবীতে রাজ্যের ২২টি কলেজে একযোগে ডেপুটেশন এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ত্রিপুরায় ২২টি ডিগ্রি কলেজে শুক্রবার ডেপুটেশন দিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। এ-বিষয়ে পরিষদের ত্রিপুরার সাংগঠনিক সম্পাদক রূপম দত্ত বলেন, কলেজে পঠন-পাঠনের সুপরিবেশের জন্য ছাত্র সংসদ গঠন খুবই জরুরি। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, দু বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না।

ত্রিপুরায় কলেজেগুলিতে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। এই অভিযোগ এনে সরব হয়েছে ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। আজ পরিষদের ত্রিপুরার সাংগঠনিক সম্পাদক রূপম দত্ত দাবি করেন, কলেজের সমস্যা সমাধানে ছাত্র সংসদের খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, ছাত্ররা কলেজে পঠন-পাঠনের সুপরিবেশ না থাকলে তাঁদের ভবিষ্যত গড়ে উঠবে না। তাঁর কথায়, প্রতিটি কলেজ সমস্যায় দীর্ণ। অথচ, শিক্ষা দফতরের সে-দিকে কোনও নজর নেই।

তাঁর অভিযোগ, শিক্ষা দফতরের জন্যই গত দু-বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। তিনি জানান, ২০১৭ সালে অন্তিমবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, শিক্ষা দফতরের জন্য গত বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে, শিক্ষা দফতর কেন নির্বাচন হতে দিচ্ছে না, সে-বিষয়ে তিনি কোনও সদুত্তর দেননি।

রূপমবাবু জানিয়েছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন এবং কলেজের সমস্যা সমাধানের দাবিতে আজ ত্রিপুরার ২২টি ডিগ্রি কলেজে এবিভিপি-র সদস্যরা ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে হেনস্থা, রিপোর্ট তলব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর।। যাদবপুরকাণ্ডে এবার সংঘাতে নবান্ন-রাজভবন। যুক্তি পাল্টা যুক্তিতে সরগরম পরিস্থিতি। রাজভবন বনাম শাসকদলের এই সংঘাত কোথায় থামবে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলও উদ্বিগ্ন।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রাজ্যপাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এমন ইঙ্গিতও মিলেছে এদিন। অন্যদিকে, যাদবপুরের ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছে উচ্চ শিক্ষা দফতর। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি কাউকে না জানিয়ে যাদবপুরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। অন্যদিকে, রাজভবনের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও ডিজিকে জানিয়েই যাদবপুরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

এদিকে, রাজ্যপালের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। আচার্য একজন উপাচার্যকে কিভাবে পদত্যাগের জন্য বলতে পারেন তা নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপাচার্য। এ দিন রাজভবন থেকে প্রচারিত এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যেহেতু রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তাই একজন অভিভাবক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

প্রেস বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে গতকাল তৃণমূল মহাসচিব যাদবপুর নিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা ঠিক নয়। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিয়েছিল সে বিষয়ে তৃণমূল মহাসচিব অবগত ছিলেন না বলে রাজভবন থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে কথা বলে রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, এমনটাই দাবি রাজভবনের।

এদিকে, গতকালই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন উপাচার্য। এর পর রাজভবনের তরফে একবারও উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি বলে অভিযোগ। বদলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও সহ-উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে রাজভবনের তরফে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রীও। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে উচ্চ শিক্ষা দফতর। কেন এবিভিপির নবীন বরণের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার সদুত্তর চেয়েছে উচ্চ শিক্ষা দফতর।

বাবুল সুপ্রিয়র ঘটনায় নবান্নর কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএজি রিপোর্টে অনিয়ম পিএসিতে ছাড়, স্বস্তি মিলবে, আশাবাদি বাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ক্যাগ রিপোর্টে পূর্ত দপ্তরে অনিয়মের বিষয়টি ত্রিপুরা বিধানসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটি খারিজ করে দিয়েছে। মূলত, পূর্ত দপ্তরের জবাব এবং ক্যাগ রিপোর্ট পর্যালোচনা করেই অনিয়মের বিষয়টি তুলে দিতে সম্মত হয়েছে কমিটি। তাই, সাংবিধানিক নিয়ম মেনে এখন ভিজিল্যান্স তদন্তের কোন সুযোগ নেই। ২০০৮ সালে পূর্ত দপ্তরে ৮০০ কোটির দুর্নীতির ভিজিল্যান্স তদন্ত প্রসঙ্গে এই দাবি করেন প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী। তাঁর কথায়, পাবলিক একাউন্টস কমিটির সমস্ত সদস্যদের সম্মতিতেই ক্যাগ রিপোর্টে অনিয়মের বিষয়টি তুলে

দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে ওই বিষয় নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগ থাকে না, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। তাতে, বাদলবাবু দুর্নীতির দায় থেকে মুক্ত হতে পারবেন বলেই মনে করছেন।

ত্রিপুরার প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ত কাজে অনিয়মের অভিযোগ এনে ভিজিল্যান্স তদন্ত চলছে। ২০০৮ সালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিকাঠামো থেকে শুরু করে বৃত্তি, সমস্যার পাহাড় ব্রজেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর।। নানা সমস্যায় জর্জরিত ব্রজেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।বিদ্যালয়টিতে রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা,ছাত্র ছাত্রীদের ডেস্কের অভাব,৪ বছর যাবৎ স্টাইপেন্ড থেকে বঞ্চিত ছাত্র ছাত্রীরা। রয়েছে মিড ডে মিলের নানা অভিযোগ। এমনকি শিক্ষক স্কুলে আসলেও ক্লাসে যান না এমন গুরুতর অভিযোগ।এসকল নানা সমস্যা ও অভিযোগে জর্জরিত উত্তরের অতি পুরনো ঐতিহ্যবাহী বজেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।এই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিযোগ ও সমস্যার অন্ত নেই।কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের শুরু করে ক্লাস টুয়েলভের ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ স্কুলে শিক্ষকরা আসলেও সঠিক সময় ক্লাসে যান না।

বিশেষ করে ক্লাস ইলিভেনের ছাত্র ছাত্রী অভিযোগ করে বলে, রাত পোহালেই তাদের ইংরেজি পরীক্ষা

কিন্তু তাদের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অমরেন্দ্র কুমার মহন্ত অধিকাংশ সময় স্কুল কামাই করেন। শুধু তাই নয় স্কুলে আসলেও স্টাফ রুম ও ক্যান্টিনেই স্কুলের সময়টা কাটিয়ে দেন।কোন ধরনের ক্লাস নেন না ছাত্র- ছাত্রীদের। আর রাত পোয়ালেই তাদের ইংরেজি বিভাগের পরীক্ষা কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অনেকটাই হতাশাগ্রস্থ।এমনকি বজেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বড়জোর চতুর্থ-পঞ্চম পিরিয়ড হয় থাকে,ষষ্ঠ পিরিয়ড আজকে অব্দি হয়নি বলেও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ।ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত কিলিকদারের দিকেও অভিযোগের আঙুল তুলে।প্রধান শিক্ষক মহোদয় অমিত বাবু বেলা পৌনে বারোটার আগে স্কুলে পৌঁছেননা। ছাত্র-ছাত্রীদের আর অভিযোগ, স্কুলে নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে বসার বেঞ্চ।আদি যুগের মত মেঝেতে বসেই পাঠদান করতে হয় তাদের। রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতাও। নেই স্কুলের বাউন্ডারি,ফলে বাইরের বখাটে যুবকরা গাড়ি বাইক নিয়ে স্কুলে প্রবেশ করে আর তাতে বেশ কয়েকবার ছাত্রদের দুর্ঘটনাও হয়েছে।ছাত্র ছাত্রীরা আরো অভিযোগ করে বলে,মিড ডে মিলে তাদের তেমন ভালো খাওয়ানো হয়না।

মিড ডে মিলের যে ডাইনিং হল রয়েছে সেই বিল্ডিংটি নির্মাণের পর থেকেই বন্ধ।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এ সকল অভিযোগ নিয়ে সংবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজ্ঞপ্তি জারি হল ১৪৪ ধারার বিকল্প নথিও ভোটে গ্রহণযোগ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। বারধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনকে ঘিরে ১৪৪ ধারা জারি করার ঘোষণা দিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড় সন্দীপ মাহাত্মে এন। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আদেশ কার্য্যকর থাকবে। এদিকে, বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিকল্প নথি দেখিয়েও ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন।

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বাধারঘাট (এস সি) বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপনির্বাচনের ভোটগণনা হবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড় সন্দীপ মাহাত্মে এন এক আদেশে ভোটগ্রহণ পর্ব এবং ভোটগণনা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এক আদেশে ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৯৭৩-এর ১৪৪ ধারা জারি

বাধারঘাটে উপনির্বাচন

করেছেন।

এ-বিষয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, বাধারঘাট(এস সি) বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোটগণনা কেন্দ্রগুলির ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ২২ সেপ্টেম্বর এবং গণনা কেন্দ্রে ২৭ সেপ্টেম্বর পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আদেশে বলা হয়েছে, কনভয়ে তিনটি গাড়ির অতিরিক্ত গাড়ি থাকতে পারবে না। দ্বিচক্রযানে কোনও আরোহী থাকতে পারবে না। এমনকি, কোনও দ্বিচক্রযান ২৩ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন একসাথে চলাফেরা করতে পারবে না। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, এই আদেশ আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভোটগণনা কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে কার্যকর থাকবে। এদিকে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে কোনও ব্যক্তি বাঁশের টুকরো, কাঠের ফাইল, রড, জি আই পাইপ, সেল ফোন (যদি অনুমতি না থাকে) বহন করতে পারবেন না, এই আদেশ বলবৎ থাকবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৩৭ ▫ ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৩ আশ্বিন ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কলংকিত বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিল তাহাতে শিক্ষানুরাগী মাত্রেই লজ্জায় অবনত হইয়াছেন। এই লজ্জা ঢাকিবার জায়গা নাই। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে যেভাবে চড় কিল ঘুষি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সকলেই লজ্জায় কতখানি মাথা নুয়াইয়াছেন তাহা বলা মুশকিল। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি খাইল। একটি শিক্ষাঙ্গনে এমন উন্মত্ত তান্ডব বরদাস্ত করিবার ঘটনা আমাদেরকে কঠিন প্রশ্নের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনের অস্তিত্ব কতখানি সেই প্রশ্নও আজ বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি গত ফেব্রুয়ারীতে ইউনিট খুলিয়াছিল। তখন হইতেই মূলত লড়াই'র শুরু। গত তিন বছর ছাত্রসংসদ নির্বাচন না হইলেও সিপিএমের ছাত্রসংগঠন ময়দান ছাড়িতে বিন্দুমাত্র রাজী ছিল না। সম্প্রতি, সিপিএমের সার্থক নবান্ন অভিযান, পুলিশের সঙ্গে লড়াই এবং দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থীদের জয় দিয়াছে বাড়তি সাহস। তাই বৃহস্পতিবার নিজেদের বীরত্ব জাহির করিতে এবং প্রচারের আলোতে আসিবার অভিপ্রায়েই উন্মত্ততায় মাতিয়া উঠে। এই জেদই বামপন্থীরা অগ্নিগর্ভ করিয়া তুলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তাঁহার উদ্ধারকাররীর ভূমিকায় নামেন স্বয়ং রাজ্যপাল জগদীশ ধরকর। ঘটনার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট এইরকমঃ যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নাই তাই আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি বৃহস্পতিবার নবীনবরণ উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে আয়োজন করা হইয়াছিল 'স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের শাসন ব্যবস্থা' শীর্ষক আলোচনাচক্র। এই আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখিবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে। ইহাতে আপত্তি হইবার তো কোনও কথা নাই। গণতন্ত্রে তো সহনশীলতাই বড় কথা। কেন ক্ষোভের আগুন জ্বালাইয়া দিল বাম ছাত্ররা? বাম ছাত্রদের দাবী দেশের অর্থনীতিকে তলানীতে পাঠাইয়া বেসরকারীকরণের মাধ্যমে আম জনতার রুটি রুজি কাড়িয়া নেওয়ার পথে হাঁটা সরকারের কোনও মন্ত্রীর জ্ঞান তাহারা শুনিবেন না। থাকিতে দিবেন না আমন্ত্রিতদের তাহারা সবাই বিজেপির লোক। বাম ছাত্রদের এক রোখা মনোভাব চরম অমবিষ্ণু ও অগণতান্ত্রিক। বাম ছাত্র সংগঠনের এই ঘটনাকে কোনওভাবেই যেমন সমর্থন করা যায় না তেমনি নিন্দা করিতেই হইবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির উন্মত্ত তান্ডবের। মন্ত্রীকে আক্রমণ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালকে পর্য্যন্ত হেনস্থা করার ঘটনা সভ্য দুনিয়ায় এর চাইতে লজ্জার কি হইতে পারে। ইহা আন্দোলনের নামে চরম গুন্ডামী।

পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিবার পরও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য সুখরঞ্জন দাস পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষী না ডাকিয়া চরম অন্যায় করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য রাজ্যপাল স্বয়ং পুলিশ ডাকিবার কথা বলিলেও উপাচার্য্য সেই নির্দেশ প্রত্যাখান করিয়া চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন এবং লজ্জাজনক পরিস্থিতির দায় সম্পূর্ণত তাহারই প্রাপ্য। আর এই অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াও উচিত। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘর্ষ অব্যাহত আছে। কিন্তু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় তৃণমূলের কোনও সংস্পর্শ নাই। সেখানে যুদ্ধ চলিতেছে কার্য্যত গেরুয়া ও লাল শিবিরে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে গেরুয়ার জয়জয়কার সেখানে বামপন্থীদের শক্তি সঞ্চয়ের যাদুমন্ত্র কি তাহাই এখন রাজনৈতিক মহলকে ভাবাইতেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থীদের দূর্গ তছনছ? গেরুয়া শিবির কতখানি সাফল্য পাইয়াছে তাহা আগামী দিনে দেখা যাইবে। বৃহস্পতিবার টানা ছয় ঘন্টারও বেশী সময় যে লঙ্কাকান্ড যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন হইয়াছে শিক্ষার পীঠস্থানে এইরকম ঘটনা চরম লজ্জার। শিক্ষানুরাগী মহলকে এই উন্মত্ততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইতে দেখা যায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এতএত অধ্যাপক শিক্ষকরা তো মুখে কুলুপ আঁটিয়া পালাইয়া বাঁচিয়াছেন। এই ভাবে একটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গুন্ডামী চলিতে থাকিবে? রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রধান। রাজ্য সরকারের মতামত না নিয়া, যথেষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনীতে না থাকিয়া তিনি যেভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে উদ্ধারে অংশ নিলেন তাহাও আজ প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বার বার অনুরোধ প্রত্যাখান করিয়া রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদ্ধারে যে জেদ দেখাইলেন তাহা নজীরবিহীন ও রাজ্যপালের পক্ষে বেমানান। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ, মন্ত্রীকে উদ্ধারের কাজ পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনীর। রাজ্যপাল প্রথা ভাঙ্গিয়াছেন। তিনি রাজ্যপাল হিসাবে নিরপেক্ষ ভূমিকাই পালন করিবেন। রাজ্যপাল পদে থাকা অবস্থায় তিনি কোনও দলের লোক নহেন। তিনিও সংবিধানের নামে শপথ নিয়াই এই পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বেআইনীভাবে আটক ও হেনস্থার ঘটনার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু, এবিভিপি যে উন্মত্ত তান্ডব চালাইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তো ট্যু শব্দও করেন নাই। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃতপ্রায় বামপন্থীরা আবার জাগিয়া উঠিতেছে কিভাবে? কাহারা অবদান ও রদস যুগাইতেছে? এই সত্যিটাই গেরুয়া শিবির বুঝিতে পারিতেছে না। আজ পশ্চিবঙ্গে তো চলিতেছে গেরুয়া ঝড়। এই ঝড় কি বামপন্থীরা রুখিবে? অন্তত বিভিন্ন ঘটনায় তো তাহাই উঠিয়া আসিতেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থীরা একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে হেনস্থা করিতে পারে? এমন দুঃসাহস দেখাইবার শক্তি কিভাবে গেরুয়া শিবিরকে তাহাই আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইতিহাসের গতিপথ বড়ই আঁকাবাকা। এবিভিপি বা গেরুয়া শিবির নিশ্চয়ই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা হইতে কঠিন শিক্ষা নিতে পারিবে।১

এনআরসি : আক্রাসু আহূত ১২ ঘণ্টার অসম বনধ-এর মিশ্র প্রভাব অসমে, স্বাভাবিক গুয়াহাটি, বরাক

গুয়াহাটি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ৫৮ হাজার কোচ-রাজবংশীর নাম। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং এনআরসি-ছুটদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ও রাজ্যের ছয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জনজাতির মর্যাদার প্রদানের দাবিতে সারা অসম কোচ-রাজবংশী ছাত্র সংস্থা সংক্ষেপে আক্রাসু আহূত সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শুক্রবারের ১২ ঘণ্টার অসম বনধ নিম্ন অসমের কোথাও কোথাও সর্বাত্মক হলেও উজান অসমে মিশ্র প্রভাব পড়েছে। তবে গুয়াহাটি-সহ মধ্য অসমের বেশিরভাগ এলাকা এবং বরাক উপত্যকায় বনধ-এর কোনও প্রভাব পড়েনি, জনজীবন ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

প্রভাবিত এলাকায় আজ সকাল ৫-টা থেকে বনধ-এর সমর্থকরা রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে তাদের দাবির সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বনধ-এর প্রভাব গুয়াহাটি, বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে না পড়লেও নিম্ন অসমের ধুবড়ি, চাপর, বাসুগাঁও, কোকরাঝাড়ের কয়েকটি অঞ্চল, অসম—পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী ছাগলীয়া, মধ্য অসমের জাগিরোড, মরিগাঁওয়ে সর্বাত্মক হয়েছে। ছাগলিয়ার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার পুড়িয়ে প্রতিবাদ করেন আক্রাসু সদস্যরা। তারা এনআরসি-র সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলার বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন। বনধ-এর জেরে শ্রীরামপুরে আটকে পড়ে অসংখ্য হালকা ও ভারী যানবাহন।

এদিকে মরিগাঁও—নগাঁও এবং মরিগাঁও—জাগিরোড পূর্ত সড়কেও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বনধ সমর্থকরা। তাছাড়া কোকরাঝাড়ের গোসাঁইগাঁওয়েও বনধ সর্বাত্মক হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে উজান অসমের শিবসাগর শহরের প্রগতি চারআলি, স্টেশন চারআলি, দৌলমুখ চারআলি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে টায়ারে অগ্নিসংযোগ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সমন্বয়ে আঘাত

গৌতম রায়

সর্ব কার্য সিদ্ধিদাতা দেবতা নাকি হলেন গণেশ। তাঁর মাথা কাটা ঘিরে আজকের যুগের ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতারা সে যুগের প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে যাই নতুন তত্ত্বের অবতারণা করুন না কেন, সেই মাথা কাটার জেরেই কিন্তু গণেশ সমস্ত রকমের ঠাকুর দেবতার পুজোর আগে নিজের পুজো পেয়ে থাকেন। মানুষের মাথা কেটে হাতির মাথাকে নিজের শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত করার মাইলেজ এভাবে সব ঠাকুর, দেবতার পুজোর আগে নিজের পুজোর ব্যাপারটি হাতিয়ে নেওয়া কিন্তু আদৌ মুখের কথা নয়।

সে যুগেও দেবতাদের ভেতরে কি 'পিআর' এই গণেশ ঠাকুরের ছিল, তা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। ছোটবেলায় ঘুম পাড়ানো সময়ে, গল্প বলতে গিয়ে মা, দিদিমা, মাসিরা গণেশের উত্তর দিকে মুখ করে শোয়া, আর সেই উত্তরদিকে মাথা করে শোয়ার দরুন তাঁর নিজের মাথা কাটা যাওয়া, পরিণতিতে তাঁর নিজের মাথার জায়গায় হাতির মাথা বসানো—এসব ছেলে ভোলানো গল্পের ভেতর দিয়ে আমাদের সেই ৫০ বছর আদে, উত্তদিকে মাথা দিয়ে শোয়াকে ঘিরে যে অভিভাবকরা বেশ একটা 'ভয় ভয়' ভাব তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা ভাবলে আজ প্রায় আধবুড়ো বয়সে বেশ মজাই লাগে।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের ঐক্য নিয়ে রাজনৈতিক হিন্দুরা যতই শোরগোল তুলুন না কেন, হিন্দুদের এই দেবদেবীকে ঘিরে অঞ্চলভেদে, হিন্দুদের মধ্যেই কিন্তু বেশ অনৈক্য আছে। বাংলায় দুর্গাঠাকুরের ঘরের মেয়ে হিসেবে যতটা ব্যাপিত, আদর আপ্যায়ন, পরিচিতি, তেমনটা কিন্তু হিন্দি বলয়ে নয়।

আবার হিন্দি বলয়ে নবরাত্রির যে ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা, তার সঙ্গে বাংলার জনসমাজ তেমন একটা পরিচিত নয়। কলকাতা, রাঢ় বাংলা, এমনকি উত্তর বাংলাতেও দুর্গা প্রতিমার মুখশ্রী যে আদল, সেই আদলের সঙ্গে পাহাড়ে পূজিত দুর্গাপ্রতিমার মুখের আদলের আদৌ কোনও মিল নেই।

এইদকে দুর্গাপ্রতিমার মুখের আদলের সঙ্গে বাংলার ঘরের মেয়ের মুখের আদলের সাযুজ্য সব থেকে বেশি। আবার পাহাড়ে পূজিত দুর্গাপ্রতিমার মুখের আদলের সঙ্গে সেখানকার নেপালি মেয়েদের মুখের আদলের সঙ্গে সেখানকার নেপালি মেয়েদের মুখের আদলের সাদৃশ্য সবথেকে বেশি লক্ষ করা যায়।

এই যে গণেশ ঠাকুর তিনি কিন্তু এতকাল ব্যবসায়ী মহলে সব থেকে বেশি সমাদৃত হতেন। আর তাঁর সমাদর ছিল মহারাষ্ট্রে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। মহারাষ্ট্রে গণেশ উৎসবকে ঘিরে জাতীয় আন্দোলনের সময়কালে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ বেশ ভালোভাবেই হয়েছিল। গণেশ উৎসব এবং তার পাশাপাশি শিবাজি উৎসব, যাকে খানিকটা রাজনৈতিক দ্যোতনা গিয়েছিলেন বিশ শতকের প্রথম ভাগের চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতা বালগঙ্গাধর তিলক, এখন মহারাষ্ট্রে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অতিক্রম করে একটা জাতীয় প্রেক্ষিতে জায়গা করে নিয়েছেন।

উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে পুনরুত্থানবাদী চিন্তাধারা বাংলাতে যেমন একটা বড় আকার ধারণ করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', ভবানী মন্দিরের ধ্যানধারণা, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত ইত্যাদি পেয়েছি, তেমনি এই পুনরুত্থানবাদী ধারণা জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশে মহারাষ্ট্র গণেশপূজাকে কেন্দ্র করে বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বস্তুত বালগঙ্গাধণ তিলকের উদ্যোগে মহারষ্ট্র উনিশ শতকের শুরুতে গণেশ চতুর্থী পালনের যে আড়ম্বর ধীরে ধীরে সেখানকার একটি উৎসব পরিণত হয়, তার অতীত ইতিহাস কিন্তু খুব একটা পাওয়া যায় না। বাংলাতে যেমন শরৎকালের দুর্গাপূজাকে ঘিরে কিছু বনেদিবাড়ির পুজোর কয়েক শতকের পুরনো বর্ণনা আছে, পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে বারোয়ারি উদ্যোগে দুর্গোৎসব পালনের ইতিহাস আছে, গণেশ চতুর্থীকে ঘিরে কিন্তু তেমন দীর্ঘকালীন কোনও ইতিহাস মহারাষ্ট্রের সামাজিক জীবনে দেখতে পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তা-চেতনার ভিতর দিয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্ত-চেতনা বিকাশ লাভ করে, তার পাশাপাশি কিন্তু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জ্যোতিবা ফুলের নেতৃত্বে সমাজসংস্কার আন্দোলনও যথেষ্ট ব্যাপ্তি পেয়েছিল। জ্যোতিবা ফুলের নেতৃত্বে সমাজসংস্কার আন্দোলন মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক গণ্ডি অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মহারাষ্ট্রে ব্যাপ্ত হয়েছিল, সেই আন্দোলনের ভিতরে সব থেকে বড় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল 'মারাঠি অস্মিতা'। অপরপক্ষের জ্যোতিবা ফুলের নেতৃত্বে যে সামাজিক আন্দোলন মহারাষ্ট্রে গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনের ভিতরে কোনও আঞ্চলিক অস্মিতা আদৌ ছিল না। কোনও ধরনের জাতপাতভিত্তিক, পক্ষপাতিত্বের প্রতি জ্যোতিবা ফুলের চিন্তা-চেতনা কোনও অবস্থাতেই বিকশিত হয়নি।

সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে, জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, সামাজিক অবক্ষয় রোধে জ্যোতিবা ফুলে তাঁর আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জ্যোতিবা ফুলে তাঁর আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন।

এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও অবস্থাতেই হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ভাবনা মিলেমিশে যায়নি। এটা গিয়েছিল বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতরে। বিশেষ করে গণেশ চতুর্থী এবং শিবাজি উৎসব ঘিরে বালগঙ্গাধর তিলক এবং তাঁর সহযোগীর যে ধরনের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ঘটিয়েছিলেন, ধর্মকে রাজনৈতিক অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন, তা মহারাষ্ট্রের হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনাকে একটা রাজনৈতিক পরিব্যাপ্তির দিকে পরিচালিত করেছিল।

জাতীয় আন্দোলনের গোটা সময়কাল ধরেই মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থীকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আবেগ কাজ করলেও বাংলায়, বিশেষ করে বাঙালি মানুষজনের ভিতরে গণেশ চতুর্থীকে ঘিরে খুব একটা আবেগ, খুব একটা উচ্ছ্বাস কোনও কালেই ছিল না। মিশ্র ভাষাভাষী অধ্যুষিত শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলি, যেখানে হিন্দুভাষী লোকজন একটু বেশিই থাকেন, তাঁদের ভিতরে গণেশ চতুর্থীকে ঘিরে সামান্য কিছু আবেগ এককালে দেখা গেলেও, গত কয়েক বছর ধরেই গণেশ চতুর্থী যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনের কার্যত শারদ উৎসবের মতো একটা জায়গা করে নিতে শুরু করেছে, তেমনটা কিন্তু আগে ছিল না।

এই ধর্মীয় আবেগ, ধ্যানধারণার ভিতরেও বাংলার বাইরের বিভিন্ন অংশের যে প্রভাব ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, তাতে বাংলার সাধনার যে একান্ত নিজস্ব ধারা, ভক্তিবাদী ধারা, সেটা কতখানি থার অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকতে পারছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলার তথা সমসাময়িকতার আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার প্রেক্ষাপটের নানা আলোচনা নানা সময় করেছেন। তিনি কিন্তু বারবার সমসাময়িক আধ্যাত্মিক চিন্তা -চেতনার মূল ধারা হিসেবে ভক্তিমার্গের উপরে সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আড়ম্বর নানা ধরনে পুজার উপচার ইত্যাদির পরিবর্তে ব্যাকুলতার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদনের দিকেই তিনি সব থেকে বেশি গুতুত্ব আরোপ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত হিসেবেও তিনি যে স্বল্পকালীন সময়ে কর্মরত ছিলেন, সেই সময়কালেও তাঁর জীবনচর্চার ভিতরে দেখা যায় দেবী অর্চনীর প্রচলিত, নানা ধরনের বিধি-বিধানের পরিবর্তে এক ধরনের মরমি আকুলতাকে। এই মরিম আকুলতাকেই শ্রীরমকৃষ্ণ সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য বাংলায় ভক্তি আন্দোলনকে একটা নতুন মাত্রা দান করেছিলেন। পাঁচশো বছরের পুরনো সেই ভক্তি আন্দোলনকে আরও সময়োপযোগী, ভারতবর্ষের চিরন্তন সমন্বয়ী চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, ধর্মনিরপেক্ষ একটা বোদের উপর উপস্থিতি করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সারদাদেবী বা শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এই ভাবধারারই প্রচার ও প্রসার গোটা বিশ্বব্যাপী করেছে।

ভারতবর্ষে গত তিরিশ বছর ধরে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের যে ভয়াবহ তীব্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয় যে, চৈতন্য, নানক, কবীর, তুকারাম থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সমন্বয়', ভক্তিবাদী ভাবধারা, যা ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি সবকিছুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, সেই ভাবধারা আজ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে বসেছে।

ধর্মীয় রাজনীতি পালনের ভিতরেও এমন কিছু সংস্কার ঢুকে পড়ছে, যে সংস্কারগুলি বাংলার আধ্যাত্মিক চর্চার ক্ষেত্রে অতীত ছিল না। হারিয়ে যেতে বসেছে লোকায়ত সংস্কৃতিনির্ভর হাজার রকমের লোকাচার, ব্রত ইত্যাদি। এসবের ভিতর দিয়ে কিন্তু জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ভিতরে বিশেষ করে মহিলা সমাজের ভিতরে এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ববোধ, পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, সম্প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হত, সেগুলি এখন বাংলা সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে প্রায় অদৃশ্য হতে বসেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার এই হাজারও রকমের হাজার বছরের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির সঙ্গে, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ব্রত, পালা-পার্বণ ইত্যাদিকে সংগ্রহ করে, সেগুলির ভিতরে যে সমাজতত্ত্বের একটি গভীর মূল্যবোধ রয়েছে, সেই মূল্যবোধটিতে বিশ্বের দরবারে হাজির করেছিলেন।

সেসব আজ বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের ভেবে দেখা দরকার, মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় গণেশ চতুর্থীকে বাংলা তথা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করতে গিয়ে আমরা বাংলা এবং বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক চরিত্রগুলিকে কতখানি বাজায় রাখতে পারছি। বারোয়ারি গণেশ চতুর্থীর ভিতরে রাজনীতির লোকজনের ক্ষমতা দখলের আস্ফালন, এলাকা দখলের লড়াই, টাকার গরম, এসব খুব ভালোভাবেই ফুটে ওঠে।

ধর্মের রীতিনীতি আচার -আচরণ কতখানি সুষ্ঠুভাবে মান্য করা হয়, সেইসব প্রশ্নের ভিতরে যারার মতো সময় গণেশ চতুর্থী পালনকারীদের কোথায়? মহারাষ্ট্রে এসকময় দেশপ্রেমের বিকাসের লক্ষ্যে এই হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তা-চেতনাকে আশ্রয় করে বালগঙ্গাধর তিলকের মতো মানুষজন মারাঠি সংস্কৃতির ভিতরে যে পারস্পরিত সৌহার্দ্য, ভালোবাসা, দায়িত্ববোঝ, সম্প্রীতির ভাবনার প্রসার করতে চেয়েছিলেন, সেই সমস্ত পর্যায় একন বিত্তবান সমাজের হাতে কার্যত বন্দি।

মহারাষ্ট্রে বিশেষ করে মুম্বাই শহরে গণেশ চতুর্থীকে ঘিরে যে ধরনের আবেগ,আস্ফালন ইত্যাদি চলে, সেগুলির পিছনে সমাজের উচ্চবর্ণের উচ্চবিত্তের মানুষজনের একমাত্র আধিপত্য থাকে। ক'টা গরিব মানুষ এই গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে নতুন পোশাক পান? পেট ভরে ভালোমন্দ থেতে পান? একটু মানসিক স্বস্তি পান? পারিবারিক আনন্দ পান? এসব প্রশ্ন না হয় উহ্যই রইল।

একই কথা প্রযোজ্য বাংলার বুকে আজ যে আড়ম্বরের, টাকার দাপটের দুর্গোৎসব চলে, কোন পাড়া কোন পাড়াকে টেক্কা দিতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চলে সেসব সম্পর্কেও। উনিশ শতকে বা তারও আগে অষ্টাদশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নবউত্থিত বাঙালি হিন্দু পরিবারগুলি দুর্গোৎসবের আয়োজন করতেন, সেখানে এইসব পরিবার পরস্পরের ভিতরে প্রতিযোগিতায় মাততেন। সেই প্রকিযোগিতার ভিতরে বৈভব একটা ভড় বিষয় হয়ে দাঁড়ালেও গরিবের কিন্তু খানিকটা ঠাঁই ছিল। গরিব মানুষ দুর্গোৎসবের সেই চারটে, পাঁচটা দিন কলকাতা বা মফস্বলের বনেদিবাড়িগুলিতে পেটপুরে খেতে পেত। নতুন কাপড় পেত। দুর্গোৎসবের কালে এইসব বনেদিবাড়িগুলিতে যেসব আমোদ আয়োজন হত, সেই আমোদ আয়োজনের উপভোগের ক্ষেত্রে সমাজের একদম নিম্নবর্ণের নিম্ন আয়ের, নিম্ন পেশার মানুষজন কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রাত্য থাকতেন না।

এই সামাজিক প্রেক্ষিতটা যে প্রবলভাবে বদলে গেছে, সেদিকে না নজর আছে, রাজনীতিকদের, না নজর আছে সমাজকর্মীদের, না নজর আছে দুর্গোৎসব থেকে গণেশ চতুর্থী কিংবা বড়দিন থেকে মুহরমকে ঘিরে, যাঁরা খুব ভারী ভারী সন্দর্ভ রচনা করেন, সেইসব মানুষের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বজ্রপাতজনিত মৃত্যু থেকে রেহাই মিলবে কোন পথে ?

অনুভব বেরা

সম্প্রতি দেশে বজ্রপাত বেড়েছে। বজ্রপাত মৃত্যুর খবর রোজ সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জানতে পারছি। তথ্য বলছে ২০০৫ সাল থেকে সারা দেশে বজ্রপাতে বাৎসরিক গড় মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যে ২০০০ পেরিয়ে গেছে। এনসিআরবি (ন্যাশনাল করাইমব্যুরো রিসার্চ ব্যুরো)-এর তত্ত্বানুসারে বজ্রঘাতে মৃত্যুর হার ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। দেশের পূর্ব এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বাজ্যগুলো এমনিতেই বজ্রপাত প্রবণ। মহারষ্ট্র, কেরালা, উত্তরপ্রদেশে ও ঝাড়খণ্ডও এই তালিকায় ঢুকে পড়েছে। ব্রজপাতে মৃত্যুর কারণে আতঙ্কিত মানুষ। কেন এ বেশি বজ্রাঘাত এবং এর আঘাত থেকে মানুষ কিভাবে বাঁচাবে তার পথ খুঁজছে।

বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। যে কোনো দিন যে কোনো মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে ২০০০-এর উপর বজ্রপাত হয়। অবশ্য সব বজ্রপাত আমাদের ক্ষতি করেনা। তড়িৎক্ষরণ যখন মেঘে মেঘে (ক্লাউড টু ক্লাউড) হয় তখন সেটা মানুষের ক্ষতি করে না। আমাদের কাছে বিপজ্জনক হল মেঘ ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বজ্রপাত (ক্লাউড টু গ্রাউন্ড)। এটিকে বন্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা কেবলমাত্র এর হার বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ও বজ্রপাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়গুলোর কথা ভাবতে পারি। বেশ কিছু বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে বায়ুদূষণের কোন মাত্রাগত কারণের জন্য এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কিন্তু একন নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি।

গবেষণায় জানা গেছে যে বিগত ৩৫ বছরে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরাঞ্চলে বজ্রপাতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যানবাহন ও কলকারখানা থেকে যে অ্যানথ্রোপোজিনক হাইড্রোকার্বন নির্গত হয় সেগুলি সিসিএন (ক্লাউড কনডেনসেনশন ন্যুক্লেই) হিসাবে কাজ করে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এখানে ঘণীভূত হওয়ার সুযোগ পায়। শহরাঞ্চল তাপদ্বীপ হিসাবে কাজ করে বলে এখানে বাতাস বেশি গরণ হয়ে উপরে উঠে যায়। ওই শূন্যস্থান পূরণের জন্য জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস সমুদ্র থেকে ওই অঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসে। তাই এইশব এলাকায় বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়। মেঘ হলে ব্রজপাতের সংখ্যাও বাড়ে। তাই শহরাঞ্চলে আগের তুলনায় বজ্রপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ুদূষণের মত বজ্রপাতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং দায়ী এমনই মত প্রকাশ করেছেন বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত কিছু আবহবিদ। তাঁদের মতে কোনও অঞ্চলের গণ তাপমাত্রার ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বাজপড়ার সম্ভাবনা ১৫-২০ শতাংশ বেড়ে যায়। সারা পৃথিবীতে বজ্রপাত, মৃত্যুর হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানীরা একটি যন্ত্রের সাহায্যে ওই এলাকার মানুষদের আগাম সর্তকবার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই যন্ত্রের নাম লাইটিনিং ডিটেক্টর, যার সাহায্যে যন্ত্রের চারপাশে বজ্রপাতের আগাম সংকেত দেওয়া সম্ভব।

প্রাকৃতিক বজ্রনিরোধকে হিসেবে ভাল, খেজুর, সুপারী জাতীয় গাছের একটি ভূমিকা আছে বলে একটা ধারণা আছে। যা নিয়ে গবেষণা চলছে। বজ্রের আঘাত সাধারণত উঁচু স্থানে হয়ে থাকে। তালগাছ উঁচু হওয়ায় বাজ ধরার উপায় হিসেবে এটা কাজে লাগানো যেতে পারে। এক পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছ গ্রামবাংলার সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ। সেই তালগাছের সংখ্যা কমে আসছে। শুধু সৌন্দর্য বা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য নয়, বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ ঠেকাতে এই গাছের জুড়ি মেলা ভার। সম্বাতে প্রকাণ্ড হওয়ার বজ্রপাত নিজের শিরে গ্রহণ করে বিপদের হাত থেকে মানুষ ও প্রাণীকে রক্ষা করতে পারে তালগাছ। প্রাকৃতিক বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ওর সঙ্গে দরকার খেজুর, সুপারি গাছও। এরা সারি সারি জন্মালে মাঠে ঘাটে একটা প্রাচীরের মত গঠন তৈরি করতে পারে। আজকাল মাটে ময়দানে তাল, সুপারি, খেজুর ফুরিয়েছে। মাঠ কাজ করতে গিয়ে কৃষকদের মৃত্যু আকছার ঘটছে। প্যামি গোত্রের এইসকল উদ্ভিদ খুব ধীরে লয়ে বাড়ে। দীর্ঘমেয়াদি বজ্রনিরোধেক ব্যবস্থা হিসেবে এদের চারা রোপন করা যেতে পারে। বাঁকুড়া জেলার দু'একটা জায়গায় কাজ চলছে। এছাড়া আমাদের প্রতিবেশী দেশে বাংলাদেশ গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করার সাথে। প্রাকৃতিক বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে চাল, সুপারি চারা রোপণের কর্মসূচি নিয়েছে। থাইল্যান্ডেও এই ব্যবস্থার উপর ধুকছে। ভবিষ্যতে যে ব্যবস্থা কার্যকারী হোক না কেন ব্রজপাত মেঘ সৃষ্টির সময় বা সতর্কবার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যে সাবধানতা অবলম্বন করার দরকার সেগুলি হল—

প্রথমতঃ ফাঁকা জায়গায় না থাকা। তিান্তেই ফাঁকা জায়গায় থাকতে থাকতে যদি বজ্রপাত শুরু হয়, তখন মাটিতে বসে যতটা সম্ভব নিজেকে সঙ্কুটিত করে রাখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বড় গাছের চলায় না থাকা। বাড়ির মধ্যে সমস্ত রকমের যন্ত্রপাতিকে তড়িৎ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা দরকার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক স্মরণে শুক্রবার আগরতলায় রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকরা।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে মাথায় হাত সাধারণ মানুষের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই, বরং পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছেঊ এই নিয়ে পর পর ৪ দিনঊ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে শুক্রবার পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩৪ থেকে ৩৭ পয়সাউ ডিজেলের দাম বেড়েছে ২৮ থেকে ৩০ পয়সাউ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে ০.৩৫ পয়সা, ০.৩৪ পয়সা, ০.৩৪ পয়সা এবং ০.৩৭ পয়সা করে দামি হয়েছে পেট্রোলউ এছাড়াও দিল্লিতে ০.২৮ পয়সা, কলকাতায় ০.২৮ পয়সা, মুম্বইয়ে ০.৩০ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.৩০ পয়সা করে দাম বেড়েছে ডিজেলের। শুক্রবারের মূল্যবৃদ্ধির পর দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে-৭৩.০৬ টাকা (পেট্রোল) এবং ৬৬.২৯ টাকা (ডিজেল)উ কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য হল-৭৫.৭৭ টাকা (পেট্রোল) এবং ৬৮.৭০ টাকা (ডিজেল)উ মুম্বইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে-৭৮.৭৩ টাকা (পেট্রোল) এবং ৬৯.৫৪ টাকা (ডিজেল)। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য হল-৭৫.৯৩ টাকা (পেট্রোল) এবং ৭০.০৭ টাকা (ডিজেল)ঊ প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যেভাবে বেড়েই চলেছে, তাতে রীতিমতো চিন্তায় সাধারণ মানুষ।

অজানা গ্যাসের গন্ধে আতঙ্ক রাতের মুম্বইয়ে ! খালি করে দেওয়া হল বহু বিল্ডিং

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অজানা গন্ধে আতঙ্ক ছড়াল বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়েউ বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বই এবং পূর্ব ও পশ্চিম শহরতলির বিভিন্ন প্রান্তে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে অজানা গ্যাসের গন্ধউ কিন্তু, গ্যাসের উতস্থল খুঁজতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হয় মহানগর গ্যাস লিমিটেড (এমজিএল)উ প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়, গ্যাস লিকেজ হওয়ার কারণেই ওই বিপত্তিউ রাতেই খালি করে দেওয়া হয় বহু বহুতলউ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাণিজ্যনগরীর মানুষজন। বৃহস্পতিবার রাত তখন ১০.৩০, বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর কন্ট্রোল রুমে ফোন আসতে থাকে পোওয়াই, কান্দিভালি, চেম্বুর, বোরিভলি, গোরেগাঁও, আন্ধেরি, হীরানন্দবাই, ভিলে পার্লে প্রভৃতি এলাকা থেকে। গ্যাস লিকের আতঙ্কে খালি করে দেওয়া হয় বহুতলউ পাইপে গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা মহানগর গ্যাস লিমিটেডের কাছেও সমানে ফোন আসতে থাকেউ গ্যাসের উতস্থল খুঁজতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হয় মহানগর গ্যাস লিমিটেড (এমজিএল)-এর কর্মীদেরউ দমকল কর্মীদেরও অবহিত করা হয়উ পরে বৃহস্পতিবার রাতেই এমজিএল-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'পাইপলাইন সিস্টেমে কোনওরকম বিপত্তি ধরা পড়েনিউ' এখন প্রশ্ন উঠছে, অজানা এই গ্যাসের গন্ধের উতস্থল কোথায়?

যৌন নিগ্রহ মামলায় গ্রেফতার স্বামী চিন্ময়ানন্দ, ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে প্রবীণ বিজেপি নেতা

শাহজাহানপুর (উত্তর প্রদেশ), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রেহাই পেলেন না প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দউ শাহজাহানপুরের আইনের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ ও অপহরণ মামলায় প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দকে অবশেষে গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ শুক্রবার সকালেই 'দিব্য ধাম' আশ্রম থেকে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে সিটউ গ্রেফতার করার পরই স্বামী চিন্ময়ানন্দকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়উ মেডিক্যাল পরীক্ষা শেষেই চিন্ময়ানন্দকে শাহজাহানপুরের স্থানীয় আদালতে তোলা হয়উ আইনের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ মামলায় স্বামী চিন্ময়ানন্দকে আগামী ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে স্থানীয় আদালতউ শাহজাহানপুরের এসএস ল'কলেজের আইনের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ ও অপহরণ মামলায় কিছুদিন আগেই প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দকে দীর্ঘ সাত ঘন্টা ধরে জেরা করেছিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ স্বামী চিন্ময়ানন্দ মামলায় যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ উঠছিলউ অবশেষে শুক্রবার সকালেই উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল গ্রেফতার করল স্বামী চিন্ময়ানন্দকেউ স্বামী চিন্ময়ানন্দের আইনজীবী পূজা সিং জানিয়েছেন, কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে শুক্রবার সকালে 'দিব্য ধাম' আশ্রম থেকে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ স্বামী চিন্ময়ানন্দ মামলায় যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ উঠছিলউ অবশেষে শুক্রবার সকালেই উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল গ্রেফতার করল স্বামী চিন্ময়ানন্দকেউ স্বামী চিন্ময়ানন্দের আইনজীবী পূজা সিং জানিয়েছেন, কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে শুক্রবার সকালে 'দিব্য ধাম' আশ্রম থেকে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ গ্রেফতার করার পর তাঁকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, টানা এক বছর ধরে স্বামী চিন্ময়ানন্দ তাঁকে যৌন নিগ্রহ ও ব্ল্যাকমেল করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই আইনের ছাত্রীউ অবশেষে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করল সিটউ উত্তর প্রদেশের ডিজিপি ও পি সিং জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে, তদন্ত শেষে নিজের আশ্রম থেকেই স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে সিটউ এই মামলার ক্ষেত্রে কোনও বিলম্ব হয়নিউ এছাড়াও স্বামী চিন্ময়ানন্দকে হুমকি দেওয়ার জন্য আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্ত্রীকে থাপ্পড় মেরে পদ খোয়ালেন দিল্লি বিজেপির জেলা সভাপতি তিরস্কার মনোজ তিওয়ারির

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পার্টি অফিসে স্ত্রীকে থাপ্পড় মারায় পদ খোয়াতে হল দিল্লি বিজেপির জেলা সভাপতি (মেহরৌলি) আজাদ সিংকেউ দিল্লি বিজেপির পার্টি অফিসেই সকলের সামনে স্ত্রী সরিতা চৌধুরীকে সজোরে চড় কষিয়ে দেন মেহরৌলি-র জেলা সভাপতি আজাদ সিংউ মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় সরিতা চৌধুরীকে চড় মারার ভিডিওউ এরপর বৃহস্পতিবারই মেহরৌলির বিজেপি জেলা সভাপতি পদ থেকে আজাদ সিংকে সরিয়ে দেয় ভারতীয় জনতা পার্টিউ প্রসঙ্গত, আজাদ সিংয়ের স্ত্রী সরিতা চৌধুরী হলেন দক্ষিণ দিল্লির প্রাক্তন মেয়র। স্ত্রী সরিতা চৌধুরীকে চড় মারায় আজাদ সিংয়ের তীব্র তিরস্কার করেছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি মনোজ তিওয়ারিউ শুক্রবার সকালে মনোজ তিওয়ারি জানিয়েছেন, 'মহিলাদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে কোনওরকম আপোস নয়উ আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি এবং ওই ব্যক্তিকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের নেতৃত্বাধীন একটি বৈঠক থেকে ফেরার পথে দিল্লি বিজেপির কার্যালয়ে ওই কাণ্ড ঘটে। বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই স্ত্রী সরিতা চৌধুরীকে চড় কষিয়ে দেন আজাদ সিংউ আজাদের দাবি, স্ত্রীই প্রথমে ঝামেলা শুরু করে, তাই মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় সে চড় কষিয়ে দেয়।

করিমগঞ্জের সোনাখিরায় স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে নবীনবরণ, সাংসদ ও বিধায়কের হাতে অডিটরিয়াম-এর শিলান্যাস

পাথারকান্দি (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বর্ণাঢ্য কার্যসূচির মাধ্যমে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানা এলাকার সোনাখিরায় স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে সম্পন্ন হল নবীনবরণ অনুষ্ঠান। দুদিবসীয় নবীণবরণের জাঁকজমক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল বৃহস্পতিবার, আজ শুক্রবার তা সম্পন্ন হয়েছে। সমাপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা এবং সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল-সহ অন্যরা।

বৃহস্পতিবার প্রদীপ প্রজ্বলন ও স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং অতিথি বরণের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। এর পর সমবেত দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে কলেজের প্রবীণ ছাত্ররা নবীনদের ফুলের তোড়া ও গামোছা দিয়ে বরণ করেন। আজ নবীণবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কলেজ প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ এবং একটি অডিটোরিয়াম ভবন-এর শিলান্যাস করেন সাংসদ, বিধায়ক এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত প্রস্তাবিত অডিটোরিয়াম নির্মাণের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মৃণালকান্তি দত্তের পৌরোহিত্যে নবীনবরন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কলেজের অধ্যাপিকা সংযোগিতা পাসি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সাংসদ কৃপানাথ মালা ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বামীজির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে নিজেদেরকে কঠিন অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আবেদন রখেছেন সাংসদ মালা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, ছাত্রজীবনে কঠিন অধ্যাবসায় না করলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। স্বামীজিকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে নির্দিষ্ট মাইলফলক ছোঁয়া সহজ হবে। তাই তিনিও স্বামীজির প্রদর্শিত পথে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের ভ্যাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রতি বছর এ-ধরনের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও বিধায়ক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অধ্যক্ষ হরিপদ দেবনাথ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করেন। তাঁর কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালুর জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগকে কৃতজ্ঞতা জানান অধ্যক্ষ। বলেন, মহৎ এই পদক্ষেপকে সফল করতে কলেজের পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ় করে তোলাক প্রয়োজন। তাই তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের দুই জনপ্রতিনিধি সাংসদ কৃপানাথ মালা ও বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কাছে অনুরোধ জানান কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি আরও প্রকল্প মঞ্জুরের জন্য।

আজকের অনুষ্ঠানে কলেজের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, কবিতা, আবৃতি, ছড়া, নাটক পরিবেশন করেছেন।

আইনের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ ও অপহরণ মামলা গ্রেফতার প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দ

শাহজাহানপুর (উত্তর প্রদেশ), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রেহাই পেলেন না প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দউ শাহজাহানপুরের আইনের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ ও অপহরণ মামলায় প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দকে অবশেষে গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ শুক্রবার সকালেই 'দিব্য ধাম' বাসভবন থেকে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে সিট।

শাহজাহানপুরের এসএস ল'কলেজের আইনের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ ও অপহরণ মামলায় কিছুদিন আগেই প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দকে দীর্ঘ সাত ঘন্টা ধরে জেরা করেছিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ স্বামী চিন্ময়ানন্দ মামলায় যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ উঠছিলউ অবশেষে শুক্রবার সকালেই উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল গ্রেফতার করল স্বামী চিন্ময়ানন্দকেউ স্বামী চিন্ময়ানন্দের আইনজীবী পূজা সিং জানিয়েছেন, কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে শুক্রবার সকালে 'দিব্য ধাম' বাসভবন থেকে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ গ্রেফতার করার পর তাঁকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, টানা এক বছর ধরে চিন্ময়ানন্দ তাঁকে যৌন নিগ্রহ ও ব্ল্যাকমেল করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই আইনের ছাত্রীউ অবশেষে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করল সিটউ উত্তর প্রদেশের ডিজিপি ও পি সিং জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে, তদন্ত শেষে নিজের আশ্রম থেকেই স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে সিটউ এই মামলার ক্ষেত্রে কোনও বিলম্ব হয়নিউ এছাড়াও স্বামী চিন্ময়ানন্দকে হুমকি দেওয়ার জন্য আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দিল্লিতে ট্রাকে ধাক্কা অ্যাম্বুলেন্সের চিকিৎসক ও শিশুর মৃত্যু, গুরুতর আহত ৪ জন

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রচন্ড গতিতে ছুটে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্সের আরোহী রোগী (দু''বছরের ছোট্ট শিশু), একজন চিকিৎসক ও রোগীর পরিবারের সদস্যরা। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারল অ্যাম্বুলেন্সটি। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন চিকিৎসক ও ছোট্ট শিশুটি। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লি-নয়ডা ডিরেক্ট (ডিএনডি টোল প্লাজা) ফ্লাইওভারের কাছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার দিল্লি-নয়ডা ডিরেক্ট (ডিএনডি) টোল প্লাজার কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ছোট্ট শিশুকে নিয়ে দিল্লির সফদরজঙ হাসপাতালে যাচ্ছিল অ্যাম্বুলেন্সটি। অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের, তাঁরা

ছয়ের পাতায়

রূপালি পর্দায় ফিরছেন বিধায়ক আঙুরলতা, অসমিয়া চলচ্চিত্রে ফের আলোড়ন তুলতে হলেন চুক্তিবদ্ধ

গুয়াহাটি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে সিনেমা-হাওয়া এখন তুঙ্গে। অসমিয়া ছায়াছবির উত্থানে আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আঙুরলতা ডেকা। তাই ছবিজগতে ফিরে আসতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক আঙুরলতা।

অভিনেত্রী তথা মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত বটদ্রবার বিধায়ক আঙুরলতা ডেকাকে খুব শিগগির দেখা যাবে রূপালী পর্দায়। 'বাকর পুতেক', 'জোনদা ইমান গুণ্ডা', 'আমি অসমীয়া', 'সূর্যাস্ত', 'হিয়া দিবা কাক', 'জিয়া জুরির সুবাস', 'তেজ'-এর মতো সুপারহিট অসমিয়া ছবির সফল নায়িকা আঙুরলতা ডেকা বর্তমান রাজ্য রাজনীতির এক অন্যতম নাম । বটদ্রবার বিধায়ক আঙুরলতা এখন বেজায় ব্যস্ত রাজনীতির অঙ্গনে । কিন্তু সম্প্রতিককালে অসমিয়া ছবিজগতে সফল পরিবর্তন যেন তাঁকে ফের রিল লাইফ হাতছানি দিচ্ছে। জানা গেছে, আঙুরলতা ইতিমধ্যে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন।

ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তাঁর বছর দেড়েকের মেয়ে নমামিও। মাতৃত্বের বন্ধন থেকে সামান্য মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর ঘরে বসে থাকতে চাইছেন না তিনি। রাজনীতির ময়দানে সদা সক্রিয় বিধায়ক আঙুরলতা । কোথায় নেই কখনও কোমর জল ভেঙে বন্যার্তের পাশে, আবার ধর্ষিতা পরিবারকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার দাবিতে রাজপথে, কখনও গাড়ি থেকে নেমে সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ রাস্তার পাশে কর্দমাক্ত ধানখেতে নেমে চাষিদের সঙ্গে সারি বেঁধে ধানের চারা রোপণ, আবার কখনও জেলেদের সঙ্গে হইহুল্লোর করে মাছ শিকার, কখনও-বা ক্রিকেট খেলে জনসাধারণকে দিচ্ছেন মনোরঞ্জন। একই উদ্যম নিয়ে এবার পুনরায় অভিনয় জগতে আসার ইচ্ছেতে চুক্তিতে সই করেছেন অভিনেত্রী ডেকা। তবে কোন ছবি, বা কার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সে ব্যাপারে কোনও তথ্য এখনই খোলসা করেনি সূত্রটি।

প্রসঙ্গত, অসমের চলচ্চিত্র শিল্পকে চাঙ্গা করতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। গ্রহণ করেছে বিশেষ নীতি। যার ফলে গত ৬ সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত জুবিন গর্গের কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবি অসমের বক্সঅফিসে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

যাদবপুর ঃ অমিত শাহকে ফোন করলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে হেনস্থার ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ফোন করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে মিনিট পাঁচেক ফোনে কথা হয় দুজনের। বিজেপি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মেদিনীপুরের সাংসদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসনের অপদার্থতার জন্যই ওই পরিস্থিতিতে পড়তে হয় বাবুল সুপ্রিয়কে।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দিলীপ ঘোষের নালিশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে যথাযথ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা তারই কারণ। ফোনে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে আজ স্বারাষ্ট্রমন্ত্রকে একটি লিখিত অভিযোগপত্রও পাঠান দিলীপ ঘোষ। তবে বৃহস্পতিবারের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনকেই দুষেছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, বাবুল সুপ্রিয়কে নিগ্রহ করা হলেও পুলিশ কোনও ভূমিকাই পালন করেনি এদিন। ওই একই মর্মে লেখা চিঠিতে দিলীপ ঘোষ জানান, যে কাজটি পুলিশের করার কথা ছিল, সেটা রাজ্যপালকে করতে হয়েছে। বাংলার অবস্থা কী সবাই বুঝতে পারছে।

বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের সংঘাত তুঙ্গে ওঠে। এই বিষয়ে তৃণমূলের মন্তব্য, এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে না জানিয়েই যাদবপুরে গিয়েছেন একজন বিজেপি নেতাকে উদ্ধার করতে। পাশাপাশি তাঁদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কথা উপেক্ষা করেই যাদবপুরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

এমনিতে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উদ্বেগ এর আগেও প্রকাশ পেয়েছে। ভাটপাড়ার ঘটনায় একের পর এক অ্যাডভাইজারি নোট এসেছে নবান্নতে। বাবুল সুপ্রিয়কে নিগ্রহ করা নিয়ে এবার কেন্দ্রের ওপর চাপ বাড়াল রাজ্য বিজেপি।

ওয়াশিংটনের রাস্তায় চলল এলোপাথাড়ি গুলি : গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু একজনের, জখম ৫ জন

ওয়াশিংটন, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের গুলি চলল ওয়াশিংটনের রাস্তায়। এবার ঘটনাস্থল হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে, কলাম্বিয়া হাইটসের কলাম্বিয়া রোড এন ডাব্লিউ। আমেরিকার সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাত দশটার পরই ওয়াশিংটনের রাস্তায় এলোপাথাড়ি গুলির শব্দ শোনা যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন একজন। এছাড়াও আরও ৫ জন জখম হয়েছেন।

ওয়াশিংটন ডিসি পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাত দশটার পরই কলাম্বিয়া হাইটসের কলাম্বিয়া রোড এন ডাব্লিউ-তে এলোপাথাড়ি গুলি চলতে থাকে। নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে বন্দুকবাজ। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। এছাড়াও আরও ৫ জন জখম হয়েছেন। জখম অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আততায়ী গ্রেফতার হয়েছে কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানা জায়নি।

ঝাড়খণ্ডের জসীডীহ রেল স্টেশনে বাফারে ধাক্কা লোকাল ট্রেনের হতাহতের কোনও খবর নেই

দেওঘর (ঝাড়খণ্ড), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্ল্যাটফর্মে বাফার থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন লোকাল ট্রেনের যাত্রীরাউ শুক্রবার সকাল ৯.৫০ মিনিট নাগাদ ঝাড়খণ্ডের জসীডীহ রেল স্টেশনে ঢুকছিল লোকাল ট্রেনউ যাত্রীরা আসন ছেড়ে পৌঁছে যান দরজার সামনে। তখনই বিকট শব্দউ জসীডীহ স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের বাফারে গিয়ে ধাক্কা মারে লোকাল ট্রেন। বাফার থাকায় এই ঘটনায়

ছয়ের পাতায়

ভোররাতে মৃদু ভূকম্পন মেঘালয়ে, পূর্ব গারো পর্বতে ৩.২ তীব্রতার কম্পন

শিলং, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভোররাতে মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উত্তর-পূর্বের রাজ্য মেঘালয়উ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.২উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তাই ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ ভোররাত ৩.১০ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার মৃদু কম্পন টের পাওয়া যায় মেঘালয়ের পূর্ব গারো হিলস জেলায়।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, শুক্রবার ভোররাত ৩.১০ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মেঘালয়ের পূর্ব গারো হিলস জেলায়উ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ২৫.৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরেউ প্রশাসন সূত্রের খবর, মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মুম্বইয়ে ভেঙে পড়ল চার-তলা বহুতলের একাংশ, হতাহতের কোনও খবর নেই

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মায়ানগরীতে ফের ভেঙে পড়ল বহুতলউ শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের লোকমাণ্য তিলক রোডে অবস্থিত একটি চার-তলা বাড়ির একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েউ বহুতল ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন, অ্যাম্বুল্যান্স এবং উদ্ধারকারী দলউ সৌভাগ্যবশত বহুতলটি আগে থেকেই খালি করে দেওয়া হয়েছিল, তাই হতাহতের কোনও খবর নেইউ বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চার-তলা ওই বহুতলটি আগে থেকেই খালি করে দেওয়া হয়েছিলউ তাই ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ চাপা পড়েননি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে লোকমাণ্য তিলক রোডে

ছয়ের পাতায়

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে শুক্রবার আগরতলায় মহিলা কলেজে এবিভিপির সদস্য ডেপুটেশন প্রধান করেছে। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এআই,৫জি খাতে স্যামসাংয়ের বড় বিনিয়োগ

তিন বছরের মধ্যে এই খাতগুলোতে মোট ২২০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে ইলেকট্রনিক পণ্য নির্মাতা দক্ষিণ কোরীয়া প্রতিষ্ঠানটি। প্রাথমিকভাবে এই বিনিয়োগ নেতৃত্ব দেবে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স-খবর সিএনবিসি'র।

বুধবার প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়, মূল চারটি খাতে এই বিনিয়োগ করবে স্যামসাং। এর মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ৫জি মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি, ভবিষ্যতের গাড়ির জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ এবং বায়ো-ফার্মাসিুটিক্যালস।

এই খাতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বাড়াতে বিশ্বজুনে এআই কেন্দ্রগুলোতে গবেষকদের সংখ্যা এক হাজারে নেবে স্যামসাং। যুক্তরাজ্য, কানাডা, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার এই গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে গবেষক বাড়াবে প্রতিষ্ঠানটি।

বর্তমান বিশ্ব স্মার্টফোন নির্মাতা সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান স্যামসাং। এর পাশাপাশি সেমিকণ্ডাক্টর ব্যবসায়ও জমবুত অবস্থানে রয়েছে তারা। অ্যাপলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিপ সরবরাহ করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

সব খাত মিলে আগামী তিন বছরের ১৬ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরকিল্পনা রয়েছে স্যামসাংয়ের। এই বিনিয়োগের বেশিরভাগ দক্ষিণ কোরিয়ায় খরচ করা হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্যামসাংয়ের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, তিনি বছরে প্রায় ৪০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরির প্রত্যাশা করছে তারা।

সম্পর্কে ভালো শ্রোতা হবেন যেভাবে

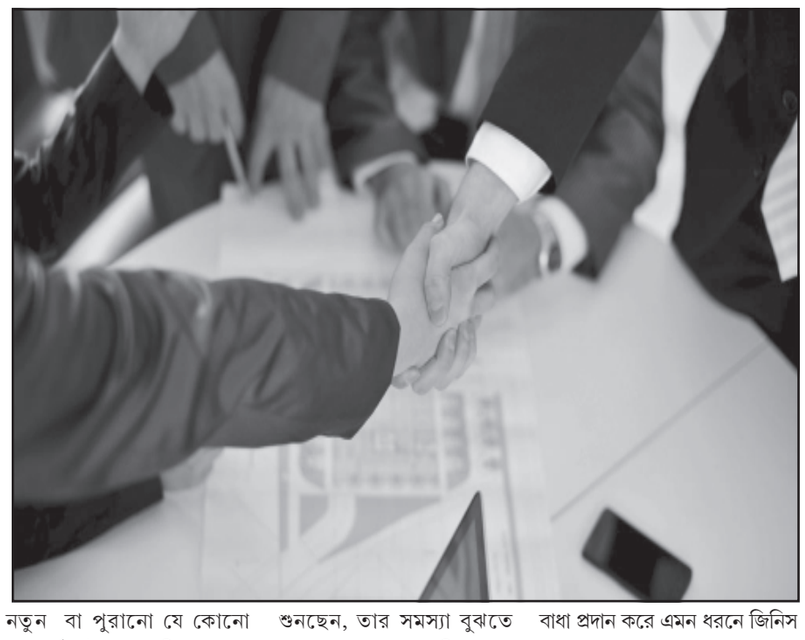

নতুন বা পুরানো যে কোনো সম্পর্কে ফাটল দেখা দিতে পারে। ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। দাম্পত্য বা প্রেমের সম্পর্কে অনেক সমস্যাই হয় যদি সঙ্গীর কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শোনা হয়।

অনেকেই হয়ত আপনাকে বলবে, আপনি ভালো শ্রোতা। তবে মনে রাখবেন, চাইলে এর চেয়েও ভালো শ্রোতা হতে পারেন।

সম্পর্ক বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাসিত প্রতিবেদন থেকে ভালো শ্রোতা হওয়ার কয়েকটা পন্তা এখানে দেওয়া হল।

কেবল শুনুন: যখন কথা শুনবেন তখন কেবল শুনুন। কোনো কথা যোগ করা, কোনো পয়েন্ট ধরা বা কাছাকাছি কোনো বিষয় সম্পর্কে বলা বা আপনি বুঝতে পারছেন না এমন কিছুও বলবেন না, কেবল চুর করে শুনুন। সহগী যদি খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে য়ায় তাহলে তার কষ্ট সম্পর্কে বলতে দিন, তার আবেগ নিয়ন্ত্রণে মুখে কিছু বলবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নেতিবাচক চিন্তা সম্পর্কে কিছু জানাচ্ছে।

পরামর্শ দেবেন না: বন্ধুকে 'সুপরামশ' দিয়ে অনেকেই মনে করেন যে বন্ধু বুঝতে পারবে আপনি তার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, তার সমস্যা বুঝতে পারছেন এবং আপনি তাকে পরামর্শ দেওয়ার পর্যায়ে এসেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাকে মনোযোগ দিয়ে শোনা বলে না। অনেকে এটাকে আপনার জ্ঞান প্রদর্শন হিসেবেই নিতে পারে। তাছাড়া আপনার উপদেশ সঙ্গীকে কষ্ট দিতে পারে। এতে সে তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ নাও করতে পারে।

কথা শুনার জন্য পর্যাপ্ত সময় নিন: বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেক জুনি মনে করেন, যেহেতু তারা একে অপরেকে অনেকদিন ধরে চেনেন তাই অপরকে ভালোভাবেই বোঝান। দুজনেই ভালো চিন্তার অধিকারী হলেও তর্ক বিতর্ক কিন্তু একবারে বন্ধ হয় না। তাই ভালো শ্রোতা হওয়ার চেষ্টা করুন। বিশেজ্ঞদের মতে, প্রত্যেক দম্পতিকে প্রতিনিদ নিজেদের জন্য সময় রাখতে হবে যেন একে অপরের কথা কোনো রকমের বাধা ছাড়াই শুনতে পারে।

গ্যাজেট দূরে রাখুন: সঙ্গীর কথা শুনোর সময় যেন কোনো বাধা না হয় তাই সব ধরনের গ্যাজেট দূরে রাখুন। শ্রোতা হওয়ার দক্ষতা যদি বাড়াতে চান তাহলে শুনতে বাধা প্রদান করে এমন ধরনে জিনিস কাছে রাখা যাবে না। যখন কথা বলতে বা শুনতে বসবেন তখন স্মার্টফোন বা অন্যান গ্যাজেট বন্ধ রাখাই ভালো।

উত্তর দেওয়ার আগে ভাবুন: নিশ্চিত হয়ে নিন সে যা বলছে আপনি তা ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা! মনে মনে বিষয়গুলোনোট করে রাখুন। তার কথার প্রতিক্রিয়া করার আগে ভেবে দেখুন তার কথা শেষ হওয়ার পরে আপনার মনের প্রশ্ন বা অন্য কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করুন।

হাতের কাছে রাখুন প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম

দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি কিংবা হঠাৎ অসুস্থতায় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য জরুরি জিনিসগুলো কাছে পেতে গুছিয়ে রাখুন 'ফার্স্ট এইড বক্স'।

যেকোনো দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসায় দুর্ঘটনায় ক্ষতির মাত্রা যেমন কমানো যায় তেমনি আক্রান্ত ব্যক্তি সেরেও ওঠেন দ্রুত। তবে ভুল প্রাথমিক চিকিৎসায় বা বুল সরঞ্জাম ব্যবহারের কারমে ক্ষতির সামান্য থেকে প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে। তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক এক ওয়েবাসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জরুরি মুহূর্তে কাজে লাগবে এরকম জিনিসগুলোর একটা তালিকা এখানে দেওয়া হল।

অ্যান্সিসেপ্টিক ক্রিম: কাটাছেড়ার ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার আগে তা পরিষ্কার করা জরুরি। তাই প্রতম কাজ হবে ক্ষতস্থানে 'অ্যান্টিসেপ্টিক' বা জীবাণুনাষক ক্রিম বা লোশ দিয়ে তা পরিষ্কার করা। আর এই ক্রিম বা লোশন প্রয়োগ করতে ক্ষতস্থানে পুঁজ হওয়ার আশঙ্কাও কমবে।

ব্যাণ্ডেজ: ক্ষতস্থানে খোলা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ খোলা থাকলেই জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়বে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের আঠাযুক্ত ব্যাণ্ডেজ আর্দশ। বাসায় পোষা প্রাণী থাকলে পশু-পাখির জন্য তৈরি ব্যাণ্ডেজও রাখতে পারেন।

টুইজার ও কাঁচি: চিমটা ক্ষতস্থান থেকে ধুলাবালির কণা ও অন্যান্য বস্তু অপসারণের জন্য কার্যকর। একাধিক চিমটা রাখা এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর তা ভালোভাবে জীবাণুনাষক উপাদান দিয়ে পরিষ্কার করা আবশ্যক। তবে ক্ষতস্থানে চিমটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

আর ব্যাণ্ডেজ বা কিছু কাটার জন্য কাঁচির রাখা দরকার।

টেপ ও গজ: রক্তপাত বন্ধ করতে দুটাই প্রয়োজন। দুটো মিলিয়ে বড় ব্যাণ্ডেজ তৈরি করতে হবে। এরপর গজে জীবাণুনাষক ক্রিম মাখিয়ে তা দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে দিতে হবে।

শিশু ও পোষা প্রাণীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর। কারণ এই ব্যাণ্ডেজ সহজে তুলে ফেলতে পারবেনা।

ব্যাথানাশক স্প্রে কিংবা টিউব: মাথাব্যাথা, পেশিতে টান প ঝড়া এবং পিঠ কিংবা শরীর ব্যথার ক্ষেত্রে এই ব্যাথানাশক স্প্রে কিংবা ক্রিমের টিউব জরুরি। ব্যথার স্থানে 'হিটিং প্যাড' এবং স্প্রে একত্রে প্রয়োগ সর্বোত্তম উপায়। তবে স্প্রে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ তা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে।

ব্যথানাশক ওষুধ: মৃদুমাত্রার ব্যথা সাবারার ওষুধ শুধু প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে নয়, দৈনন্দিন ব্যবহার্য ব্যাগে রাখাও জরুরি। তবে সামান্য ব্যথাতেই টপ করে ওষুধ খাওয়াও ঠিক নয়।

থার্মোমিটার ও জ্বরের ওষুধ: প্রথমিক চিকিৎসার বাক্সে থার্মোমিটার না থাকলে তা অসম্পূর্ম। জ্বর হলে বা জ্বরের অনুবূতি হলে আগে শরীরের তাপমাত্রা মেপে তারপর ওষুধ খেতে হবে।

অ্যালার্জির ওষুধ: বিভিন্ন কাবার ও পরিবেশে মানুষের অ্যালার্জি থাকে। অনেকসময় একজন ব্যক্তি নিজেই জানেন না তার কোন কোন জিনিসে অ্যালার্জি আছে। তাই অ্যালার্জির ওষুদ সবসময় সঙ্গে রাখা উচিচ। আর প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সেও রাখতে হবে।

মনে রাখুন।

শুধু প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স থাকলেই চলবে না, তা এমন স্থানে রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় সে কেউ সেটা ব্যবহার করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে বাক্সের কোনো ওষুধের মেয়াদ পার হয়েছে কি না। হলে তা পাল্টে নতুন ওষুধ রাখতে হবে। পরিবারের সবাইকে এই সরঞ্জামের ব্যবহার শেখাতে হবে।

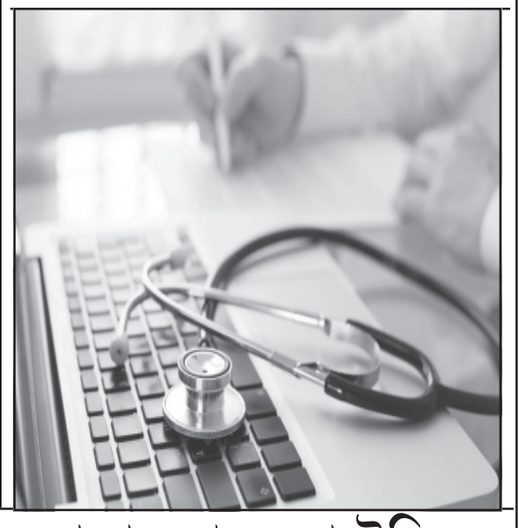

শরীরচর্চার কতক্ষণ পর স্নান করা উচিত

ব্যায়ামের পর শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার জন্য ২০ মিনিট অপেক্ষা করা দরকার।

ভারী ব্যায়ামের পর ব্যায়ামাগার থেকে বের হওয়ার আগেই শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবেক হওয়ার জন্য সাধারণ এবং হালকা কিছু 'স্ট্রেচিং৪ করা উচিত। এতে শরীর ক্রমেই বিশ্রামের পযতায়ে আসবে, কমাবে হৃদস্পন্দন এবং শরীরের তাপমাত্রা।

এবার ২০ থেকে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে ঘাম হওয়া থেমে গেলে তারপর স্নানে যাওয়া উচিত।

ঘামের ভেজা শরীর নিয়ে অপেক্ষা করা হয়ত বিরিক্তিকর মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে সময়টাকে কাজে লাগাতে পারেন পর্যাপ্ত করল পানের মাধ্যমে। সেটা হতে পারে জল কিংবা পলের শরবত। সঙ্গে মোবাইলে কয়েকটি প্রিয় গানও সুনতে পারেন।

সরিয়া দিয়ে কাঁচা-টেমেটো চচ্চড়ি

কাঁচা-টমেটো দিয়ে এই পদ তৈরি করুন খুব সহজেই।

উপকরণ:কাঁচা টমেটো কুচি করা ৬,৭টি। আলু কুচি ৪টি। ছোট চিংড়ি আধা কাপ। পেঁয়াজ কুচি ৩টি। জিরা ও ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ করে।

আদা-বাটা ১ চা-চামচ। রসুন বাটা আধা চা-চামচ। কাঁচামরিচ ৫,৬টি। শুকনা মরিচ ২,৩টি হলুদ ও মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ করে। সরিষা বাটা ১চা-চামচ। লবণ ও তেল পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি: প্যাতে তেল দিয়ে গরম হলে সব উপরকরণ দিয়ে একটু কষিয়ে নিন। মসলাটা কষানো হয়ে গেল চিংড়ি দিয়ে আরেকটু কষিয়ে নিন। এবার আলু ও টমেটো দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। কিছুক্ষণ পর ঢাতনা উঠিয়ে নিন। জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন।

বর্ষাকালেও উজ্জ্বল কেশ

ভেজা আবহাওয়া থেকে খুশকি ও চুল পড়া সমস্যা দেখা দিতে পারে। দেখাতে পারে মলিন। এই সমস্যা থেকে পরিত্রামের রয়েছে উপায়।

ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার জন্য বর্ষাকালে চুল অনেক সময় টিকমতো শুকায় না। আবার বৃষ্টি না হলেও গরম থেকে ঘামে ভেজাচুল স্বাস্থ্যকর নয়।

তাই বর্ষায় চুল ভালো রাখতে কী করা উচিত সেই বিষয়ে জানিয়েছেন স্টার স্যালনের ভারতীয় চীল বিশেষজ্ঞ আশমীন মুঞ্জাল।

মাথার ত্বকে তেল দিন। ক্যাস্টার অয়েল, জলপাইয়ের তেল প্রাকৃতিকভাবেই চুলের আর্দ্রতা বাড়ায় যা চুলের শুষ্কাতা দূর করে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলে।

বৃষ্টিতে স্নান করতে চাইলে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করে মাথার ত্বকের ময়সা দূর করুন।

বর্ষায় সহজেই চুল কুঁকড়ে যায়। ভালো শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুল উজ্জ্বল রাখতে পারেন এবং ফাঙ্গাল ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া সংক্রমণ দূর করতে সবসময় আগা থেকে ঘোঁড়া পর্যন্ত চুল পরিষ্কার করতে হবে।

বর্ষায় প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ এটা চুলের ক্ষয় দূর করে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মোটা বাঁচাতে ভালো নিরোধক টুপি বা জ্যাকেট ব্যবহার করুন।

ভারতের আরেক রূপনিবশেষজ্ঞ সাজানাজ হুসেইন বর্ষায় চুল ভালো রাখার আরও কিছু উপায় সম্পর্কে জানান।

বর্ষায় ঘন ঘন চুলে শ্যাম্পু করা দরকার। বিশেষ করে যদি বেশ তৈলাক্ত হয়ে যায়। মৃদু ভেষজ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। জলের সাহায্যে ভালোভাবে ফেনা পরিষ্কার করে নিন। আঠালো খুশকির সমস্যা থাকলে মাথায় গরম তেল মালিশ করুন। তিল বা জলাপাইয়ের থেল গরম করে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

গরম তেল তুলার সাহায্যে হালকাভাবে মাথার ত্বকে ঘষতে হবে।

এরপর একটি তোয়ালে গরম জলে ডুবিয়ে তা মাথার পাঁচ মিনিট পেঁচিয়ে রাখুন। এভাবে চার পাঁচবার করুন। সারা রাত মাথায় তেল রেখে দিন। সকালে মাথারত্বক লেবুর রস লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

চুল খুব বেশি শুষ্ক না হলে কণ্ডিশনার এনিয়ে চলুন। ভে, জশ্যাম্পু এবং রান্নাগরে পাওয়া যায় এমন জিনিসের তৈরি কণ্ডিশনার ব্যবহার করুন। চা এবং লেবুর মিশ্রম বর্ষায় খুব ভালো কাজ করে।

ব্যবহৃত চা-পাতা পর্যাপ্ত জলে আবার ফুটান। ঠাণ্ডা হয়ে আসলে শ্যাম্পু করার পরে তা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এক মগ জল লেবুর রস মিশিয়ে শ্যাম্পুর পরে তা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। লেবুর রস চুলের তৈলাক্তভাব দূর করে সাধারণ ভারসাম্য রক্ষা করতে হাসায্য করে।

চুল পরিষ্কারক হিসেবে গাঁদা ফুল ব্যবহার করতে পারেন। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এটা বেশি উপযোগী। এক মুঠ তাজা শুকনা গাঁদা ফুলের পাপড়ি তিন কাপ গরম জলে মেশান। এক ঘণ্টা তা রেখে দিন। ঠাণ্ডা হয়ে আসলে তা দিয়ে শ্যাম্পু করার পরে চুলে ধুয়ে ফেলুন। এটা তৈলাক্ততা ও খুশকি দূর করতে সাহায্য করে।

ঘাম ও তেল নিঃসরণ থেকে মাথার ত্বকে দুর্গেন্ধের সৃষ্টি হয়। সমাধানে আধাকাপ গোলাপ জলে একটি লেবুর সর মিশিয়ে তা দিয়ে শ্যাম্পু পরে ধুয়ে নিন।

তৈরি করুন কুচলা

উপকরণ:ময়দা ৩ কাপ। চিনি ১ চা-চামচ। বেইকিং পাউডার আধা চা-চামচ। বেইকিং সোডা আধা চা-চামচ দুধ এক কাপ। লবণ পরিমণ মতো। মাখন ৪ টেবিল-চামচ। টক দই ৪ টেবিল -চামচ। কালিজিরা ও ধনেপাতা অল্প।

পদ্ধতি : বাটিতে ময়দা, বেইকিং পাউডার ও সোডা মিলিয়ে নিন। এবার দুধে মাখন, চিনি এবং লবড় দিয়ে ভালো করে মেশান।

এবার ময়দার মিশ্রণে দুধের মিশ্রনটি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজন হলে অল্প করে জল দিতে পারেন। তারপর টো'টি একটা সুতির কাপড় দিয়ে ডেকে দুই ঘণ্টা রেখে দিন। ময়দার ডো'টা নিয়ে রুটি তৈরির মতো গোল করে বল বানিয়ে বেলে নিন। তারপর কুলচার উপর কালিজিরা ও ধনেপাতা কুচি অল্প করে ছিটিয়ে দিন।

প্যানে বা তাওয়া গরম করে তুলচাগুলো এপিঠ ও পিঠ বাদামি করে সেঁকে নিন। ইচ্ছে করলে ওভেনেও বেইক করে নিতে পারেন। এবার কুলচাগুলোতে ভালো করে মাখন লাগিয়ে ছোলা দিয়ে পরিবেশন করুন।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

অন্যায় করে কেউ পার পাবে না : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীতি, আদর্শ এবং সংযমের সঙ্গে রাজনীতি করার জন্য ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের আহবান জানিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, অন্যায় করে কেউ পার পাবে না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তোমরা কেউ এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে না, যা মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট করে। মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাসকে তোমাদের মূল্য দিতে হবে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে ছাত্রলীগের একটি প্রতিনিধিদল স্যাৎ করতে এলে শেখ হাসিনা একথা বলেন।ছাত্রলীগের নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য ছাত্রলীগের ২৩ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।
বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন,তোমাদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখেই আমরা তোমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি। যদি তোমরা সেই মর্যাদা ধরে রাখতে না পার তাহলে তোমাদের কোন দরকার নেই।
প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে বিনয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা চাই না ছাত্ররা মতা পেয়েই তা দেখানো শুরু করুক। যত উপরে উঠবে তত বিনয়ী হতে হবে।শেখ হাসিনা বলেন, সরকার ছাত্রলীগের পর যুবলীগের ওপর কঠোর হয়েছে। সামাজিক অনাচার-দূরাচার দূর করতে হবে এবং ক্যাসিনো নিয়ে মারামারি, খুনোখুনি আমরা সহ্য করবো না।তিনি কঠোর পরিশ্রম করে দেশকে গড়ে তুলছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,কাজেই এর ওপর কোন কালিমা আসুক আমি কোনভাবে তা হতে দেব না। অনিয়মকারীদের কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাসিনোর সঙ্গে জড়িত বিদেশীরা আসলো কোথা থেকে, তারা ভিসা পেলো কিভাবে, সবকিছুই তদন্ত করে দেখা হবে। এই কাজে যদি কেউ বাধা দেয় তবে সে যেই হোক তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, তোমাদের এমন কাজ করা উচিত হবে না, যাতে জনগণ ক্ষুব্ধ হবে।
শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্রলীগ যদি সত্যিকারের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করে তাহলে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি বলেন, সংগঠনের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস আরও বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তোমরা যদি কাজের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বে আস তাহলে জনগণ তোমাদেরকে সহজে গ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'আমি চাই তোমরা আদর্শ নিয়ে চলবে এবং ২০৪১ সাল পর্যন্ত দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশ গঠনের পাশাপাশি নিজের ভাবমূর্তিও গড়ে তুলবে।
শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যে মনোভাব দেখিয়েছে তা এখানে চলবে না।দেশের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠন বাংলাদেশের সকল গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।তিনি বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা'র মতো গ্রন্থগুলো পড়ার জন্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিয়ে বলেন,এসব পুস্তক থেকে তোমরা সুস্থ রাজনীতি সম্পর্কে জানতে পারবে। আওয়ামী লীগ সভাপতি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আলোচনার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও আহ্বান জানান।এর আগে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ফুলের তোড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান।এ সময় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম ও বিএম মোজাম্মেল হক, কেন্দ্রীয় নেতা আমিনুল ইসলাম আমিন, ইকবাল হোসেন অপু এমপি এবং আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ঃ ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগে বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। অপরাধী যেই হোক কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।
শুক্রবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কেএম এনামুল হক শামীম, দপ্তর সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দি, এসএম কামাল, রিয়াজুল কবির কাউসার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েই অগ্রসর হচ্ছেন। শুধুমাত্র ঢাকার নেতাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা কি না জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন, এটা রাজধানী কেন্দ্রীক নয়, সারাদেশে যেখানেই অপকর্ম, দুর্নীতি, অনিয়ম হবে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে সর্বত্রই একই নিয়মে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা কার্যকর হবে। তবে ছাত্রলীগ-যুবলীগে বহু ত্যাগী নেতা-কর্মী আছে, তারা অনেক ভাল কাজও করছে। এখানে দুর্নীতি, অনিময়, বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যারা জড়িত, যাদের অচরণে পার্টি এবং সরকারের ভাবমূর্তিুন্ন হচ্ছে, ঠিক তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন- দুদকও অনেকের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে শুরু করেছে, দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে কারও কারও বিরুদ্ধে চার্জশিটও দেয়া হয়েছে, কারও কারও কনভিকশনও হয়ে গেছে। শেখ হাসিনার সরকার প্রথম থেকেই জিরো টলারেন্স নিয়েই অপকর্ম, দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে একই মনোভাব প্রদর্শন করছে। এটা শুধু মুখের কথা নয়, আমরা অ্যাকশনেই দেখাচ্ছি।
সেতুমন্ত্রী বলেন, নিজ দলের লোকদের বিরুদ্ধে শাস্তির ঘটনা বিএনপিতে নেই। অতীতে বিএনপির মত বড় দল মতায় ছিল, কোন উদাহরণ নেই। তারা তাদের দলের কোন অপকর্ম, লুটপাট, দুর্নীতি, খুন এসব নিয়ে কোন অ্যাকশনে যায়নি। আজকে বর্তমান সরকারের এটা সব চেয়ে ভাল দিক। এই অ্যাকশনের কারণে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা জনগণের কাছে অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু বিএনপি হয়তো বিষোদগার করছে, কিন্তু তারা যে ব্যবস্থা নিতে পারে নি, আওয়ামী লীগ সেই অ্যাকশন নিতে শুরু করেছে, বেগম খালেদা জিয়া যা পারেন নি, সেটা শেখ হাসিনা করছেন। তিনি অপকর্মের ব্যাপারে নিজের দলের লোককেও ছাড় দিচ্ছেন না।তিনি বলেন, গুটিকয়েক মানুষের জন্য গোটা পার্টি বদনামের ভাগিদার হবে না। এসব অপকর্ম করছে গুটিকয়েক লোক। বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান দুদুর বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি এটাকে বিচ্ছিন্ন বক্তব্য বলে মেনে নিতে পারছি না। কারণ বিএনপি নেতারা অতীতেও আমাদের নেত্রীকে হত্যা করা হবে, সরিয়ে দেওয়া হবে, বঙ্গবন্ধু যেই পথে গেছেন, শেখ হাসিনাও সেই পথে যাবেন, এ ধরনের বক্তব্য তারেক জিয়া থেকে বিএনপির অনেক নেতাই দিয়েছেন।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের কাছে সহযোগিতার আহবান

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা মিয়ানমার কর্তৃক বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের কাছে সহযোগিতা কামনা করেছেন।
শুক্রবার কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে অনুষ্ঠেয় ১২তম কমনওয়েলথ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীদের সম্মেলনের একটি সেশনে বক্তৃতাকালে তিনি এই আহ্বান জানান।এর আগে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তার পে কেনিয়ার পাবলিক সার্ভিস, যুব ও জেন্ডার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক মার্গারেট কবিয়া এ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১২তম এ সম্মেলনের আয়োজক দেশ কেনিয়া।ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বড় অংশ নারী ও শিশু। কমনওয়েলথ নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোসহ তাদের জীবন মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এক মিলিয়নের বেশিও (প্রায় ১১ লাখ) মানুষকে বিপর্যয়ের মুখে রেখে কমনওয়েলথভুক্ত দেশে এসডিজির ৫ নম্বর গোলের প্রকৃত অর্জন সম্ভব হবেনা।কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩ টি দেশের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রিদের সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন ইন্দিরা বলেন, সংবিধানের আলোকে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার- ২০১৮, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকার নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও মতায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশে ২০০৬ সালে ১৮ বছরের নিচে মেয়ে শিশুর বাল্যবিয়ের হার ছিল ৭৪ শতাংশ, তা ২০১৭ সালে কমে ৪৭ শতাংশ হয়েছে। আর ১৫ বছরের নিচে মেয়ে শিশুর বাল্যবিয়ের হার ৩২ শতাংশ থেকে কমে ২০১৭ সালে ১০.৭ শতাংশ নেমে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০৪১ সালে বাল্যবিয়ের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, বাংলাদেশ ২০০৯ সাল থেকে জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট প্রণয়ন করছে। বর্তমানে ৪৩ টি মন্ত্রণালয় এ বাজেট করছে, যা মোট বাজেটের ৩১ শতাংশ। সরকার সারাদেশে প্রায় ৭ হাজারটি কিশোর-কিশোরী কাব স্থাপন করছে। নারী শিার বিস্তার ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিশ্বের বিকাশমান দেশগুলোর একটি।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, সরকার যুগোপযোগী বিভিন্ন নীতি, কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে জেন্ডার বৈষম্য যেমন কমেছে, তেমনি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে নারী উন্নয়ন ও মতায়নের বৈশ্বিক সূচক ও মাপকাঠিতে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদনের হিসেব, ২০০৬ সালে ১১৫ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম, ২০১৮ সালে ১৪৯ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৮তম এবং রাজনৈতিক মতায়নেরক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৫ম।প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নারী, স্পিকার নারী, বিরোধী দলীয় নেতা নারী ও সংসদীয় উপনেতা নারী যা বিশ্বে অনন্য উদাহরণ।প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১৮ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সহিংসতার শিকার নারি ও শিশুদের জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল স্থাপন করা হয়েছে। গর্ভবতী মা ও শিশুদের পুষ্টি জন্য মা ও শিশু সহায়তা নামে দেশব্যাপি কর্মসূচি গ্রহণ করছে।সম্মেলনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার সিনিয়র অফিসিয়ালদের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল কমনওয়েলথ উইমেন বিজনেস ফোরাম, আইন পর্যালোচনা কমিটিসহ বিভিন্ন সাইড ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী এই কমনওয়েলথ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীদের সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশসহ কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ৫ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ক্যাসিনোগুলো বিএনপি আমলেও ছিল, ব্যবস্থা নেয়নি ঃ কাদের

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। রাজধানীর ফকিরাপুলে ইয়ংমেনস কাবের মতো ক্যাসিনোগুলো বিএনপি মতায় থাকার সময় চললেও তারা ব্যবস্থা নেয়নি বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।শুক্রবার ধানমণ্ডিতে দলীয় সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। এই সরকার ঢাকাকে ক্যাসিনোর শহর বানিয়েছে- বিএনপির এমন অভিযোগ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কাদের বলেন,ঢাকাকে ক্যাসিনোর শহর বানিয়েছে বিএনপি। তাদের সময় এই ক্যাসিনোগুলো ছিল। সে ক্যাসিনোর ব্যাপারে অ্যাকশন তো নেওয়া হচ্ছে।সরকারের প্রথম বছরেই কিন্তু অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। সময়তো এখন ফুরিয়ে যায়নি। এমন তো নয় যে, ইলেকশনকে সামনে রেখে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। প্রথম ৮-৯ মাসেই এসব ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। গত শনিবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সংসদের বৈঠকে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির অভিযোগ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশের পর পদত্যাগ করেন ছাত্রলীগের দুই শীর্ষনেতা। ওই বৈঠকে যুবলীগের কয়েক নেতার কর্মকাণ্ডেও অসন্তোষ ঝরে তার কণ্ঠে।এরপর যুবলীগের নেতাদের জুয়ার আখড়া চালানোর খবর চাউর হওয়ার মধ্যে বুধবার ঢাকায় চারটি ক্যাসিনোতে অভিযান চালায় র্যাব। গ্রেপ্তার করা হয় যুবলীগের ঢাকা মহানগর দিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে।
ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগেও যারা অপকর্ম করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তাদের বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। দুর্নীতি, অপকর্ম ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য অনেকেই নজরদারিতে আছে; সময়মত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।ক্যাসিনোকেন্দ্রিক যে অভিজান- এটা ঢালাওভাবে ছাত্রলীগ আর যুবলীগের বিরুদ্ধে নয়। ছাত্রলীগ-যুবলীগে বহু ত্যাগী নেতা-কর্মী আছে, তারা অনেক ভাল কাজও করছে। এখানে দূর্নীতি, অনিময়, বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যারা জড়িত, যাদের অচরণে পার্টি এবং সরকারের ভাবমূর্তিুণ্ন হচ্ছে, ঠিক তাদের বিরুদ্ধেই 'কেইস টু কেইস' খোঁজখবর নিয়ে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে, আগেও নেওয়া হয়েছে।শেখ হাসিনার সরকার শুরু থেকেই দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখিয়ে আসছে দাবি করে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী বলেন,এটা শুরু মুখের কথা নয়, আমরা অ্যাকশনেই দেখাচ্ছি।অতীতে বিএনপির মত বড় দল মতায় ছিল। তারা তাদের দলের কোনো অপকর্ম, লুটপাট, দুর্নীতি, খুন নিয়ে অ্যাকশনে গেছে এমন কোনো উদাহরণ নেই। বিএনপি হয়তো বিষোদ্গার করছে, কিন্তু তারা তো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। বেগম জিয়া যা পারেননি, সেটা শেখ হাসিনা করছেন।
সহযোগী সংগঠনের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় আওয়ামী লীগ বিব্রত কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, উই আর ভেরি হ্যাপী। আমাদের সরকারপ্রধানের ওপর আমরা খুব খুশি।তিনিই অ্যাকশন নিতে পারেন, কাজেই সরকার প্রধানের ইমেজ বাড়লে আমাদের পার্টিরও ইমেজ বাড়বে। বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান দুদুর বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন,আমি এটাকে বিচ্ছিন্ন বক্তব্য বলে মেনে নিতে পারছি না। কারণ বিএনপি নেতারা অতীতেও আমাদের নেত্রীকে হত্যা করা হবে, সরিয়ে দেওয়া হবে, বঙ্গবন্ধু যেই পথে গেছেন, শেখ হাসিনাও সেই পথে যাবেন, এ ধরনের বক্তব্য তারেক জিয়া থেকে বিএনপির অনেক নেতাই বিভিন্ন সময় মন্তব্য করেছেন।

তিস্তার জল বন্টনে আলোচনা চলছে জলসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, তিস্তার পানি বন্টনে বাংলাদেশ-ভারত পর্যায়ে আলোচনা চলছে।শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার ভাঙন কবলিত ধরলা নদীতে কালোয়া বাঁধে সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগের ডাম্পিং কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য পনির উদ্দিন আহমেদ, কুড়িগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মতিন, কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি মো: জাফর আলী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মো: মাহফুজার রহমান প্রমুখ।প্রতিমন্ত্রী বলেন,তিস্তা নদী শাসনে আমাদের প্রতিবেশী রাস্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তাদেরও পানি দরকার আমাদের পানি দরকার। আমরা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিভাবে তিস্তার পানি ব্যবহার করতে পারি সে ব্যাপারে দুই দেশের টেকনিক্যাল পর্যায়ে কাজ করা হচ্ছে।তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আমরা দেখবো তিস্তা নদীর পানি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই নদীর পানিতে দুই দেশের মানুষ উপকৃত হবে। সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামি দুই/তিন বছরের মধ্যে এ এলাকার ভাঙন ও বন্যা কমে আসবে। এলাকাবাসী যাতে বন্যার পানিতে প্লাবিত না হয়, তিগস্ত না হয় সে লে কাজ চলছে।প্রতিমন্ত্রী এরপর উলিপুর শহরে বুড়িতিস্তা নদী খনন কাজের অগ্রগতি, নাগড়াকুড়া টি হেড গ্রোয়েন বাঁধ এবং চিলমারীতে ব্রহ্মপুত্র তীর রা বাঁধের নতুন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।এরপর তিনি স্পিডবোড যোগে চিলমারীর রমনা ও উলিপুরের হাতিয়া ইউনিয়নে ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।দুপুরে প্রতিমন্ত্রী নৌপথে গাইবান্ধা জেলার উদ্দেশ্যে গমন করেন।কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, জেলায় ৩০২ কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে।

বাতাসে কল নড়া শুরু হয়েছে ঃ ফখরুল

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। চাঁদাবাজি-ক্যাসিনো চালানোসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে যুবলীগ-ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার প্রোপটে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মতসীনরা এখন নিজেরাই 'নিজেদের দুর্নীতির' কথা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মুক্তি দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেস কাবের সামনে এক মানববন্ধনে একথা বলেন তিনি।সরকারের মদদে দুর্নীতি হচ্ছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন,ধর্মের কল আপনা-আপনি বাজে। আজকে ছাত্রলীগের নেতা যারা দাবি করে তারা মানসপুত্র, নেত্রীর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, তারাই ঘুষ বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে।ঢাকা শহরে ৬০টি ক্যাসিনো পত্রিকায় এসেছে- প্রত্যেকটি চালাচ্ছে কে? যুবলীগ নেতারা বা আওয়ামী লীগের নেতারা। নিজেরা ধরা পড়ে গেছে, এখন অন্য কারো দোষ ধরতে চায়।এটাতে প্রমাণিত হয়ে গেছে- এদেশ দুর্নীতিতে পূর্ণ হয়েছে, সরকার সেখানে মদদ দিচ্ছে, আওয়ামী লীগ সেখানে মদদ দিচ্ছে। সম্প্রতি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠলে কঠোর মনোভাব দেখান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী।গত শনিবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সংসদের বৈঠকে শেখ হাসিনা তা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশের পর পদত্যাগ করেন ছাত্রলীগের দুই শীর্ষনেতা। ওই বৈঠকে যুবলীগের কয়েক নেতার কর্মকাণ্ডেও অসন্তোষ ঝরে তার কণ্ঠে।এরপর যুবলীগের নেতাদের জুয়ার আখড়া চালানোর খবর চাউর হওয়ার মধ্যে বুধবার ঢাকায় চারটি ক্যাসিনোতে অভিযান চালায় র্যাব। গ্রেপ্তার করা হয় যুবলীগের ঢাকা মহানগরের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে।বিএনপি মহাসচিব বলেন,ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আজকে আওয়ামী লীগের যে দুঃশাসন-দুর্নীতি-নির্যাতন-নিপীড়ন সেটি এখন অন্য কাউকে বলতে হচ্ছে না, নিজে নিজেই বাতাসে কল নড়া শুরু হয়েছে।আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতারা 'নিজেরাই নিজেদের দুর্নীতি প্রমাণ করেছেন' বলে মন্তব্য করেন তিনি। ফখরুল বলেন,আপনারা ল করে দেখবেন যে, গত কদিনে প্রথমে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ধরা পড়ল ফেয়ার শেয়ার নিতে গিয়ে। সেই ফেয়ার শেয়ার আবার এক দুই কোটি টাকা নয়, ৮৬ কোটি টাকা।জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতাদের চাঁদা দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে সে প্রসঙ্গ টেনে বিএনপি মহাসচিব বলেন,বেছে বেছে খারাপ লোকদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।এদেশের মানুষ তাহলে যাবে কোথায়? ভাইস চ্যান্সেলররা যাদেরকে সবাই সম্মান করে তারা যদি এই পর্যায়ে যায়। তাদেরকে কারা নিয়োগ দিয়েছে? এই সরকার।সরকারের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মির্জা ফখরুল বলেন,কথায় কথায় বলে আমরা উন্নয়ন করছি, সিঙ্গাপুর বানিয়ে দিলাম। বাংলাদেশে এখন সবচাইতে বেশি বেকার, প্রায় ৪ কোটি শিতি বেকার।বাংলাদেশে এখন সাধারণ মানুষ কৃষক যারা তারা ধানের দাম পায় না, ৫০০ টাকায় ধান বিক্রি হয় না, ধান পুড়িয়ে দেন, দুধ বিক্রি হয় না, দুধ ফেলে দেয়, আজকে পাটের দাম পায় না।বক্তব্যে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা তুলে ধরে বিএনপি মহাসচিব বলেন,উনাকে ১৭ মাস বন্দি করে রেখেছে। অসুস্থ যিনি এখন হাঁটতে পারেন না, এখন সাপোর্ট দিয়ে তাকে উঠতে হয়, চলতে হয়।তার সুচিকিৎসা হচ্ছে না হাসপাতালে যেখানে নিয়ে গেছে। বার বার আমরা বলেছি, তাকে সুচিকিৎসার জন্য মুক্ত করে দিতে হবে, তাকে তার পছন্দের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
সরকারের উদ্দেশ্যে বিএনপি মহাসচিব বলেন,আমরা সরকারের কাছে দয়া ভি করছি না। আমরা তার যেটা আইনগতভাবে ন্যায্য প্রাপ্য, আমরা সেই জামিন চাচ্ছি আদালতের কাছে। আদালতে বাধা দিচ্ছে সরকার যাতে দেশনেত্রী বেরুতে না পারে। সংগঠনের সভাপতি সাইফুল আলম নীরবের সভাপতিত্বে ও সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর পরিচালনায় মানববন্ধনে বিএনপির মীর নেওয়াজ আলী, যুবদলের মোরতাজুল করীম বাদরু, নুরুল ইসলাম নয়ন, মামুন হাসান, এসএম জাহাঙ্গীর, রফিকুল ইসলাম মজনু, শফিকুল ইসলাম মিল্টন, গোলাম মাওলা শাহিন, রেজাউল করীম পল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে ঃ তথ্যমন্ত্রী হাছান

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষের মেলবন্ধন দুই দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র নেতৃত্বে আমাদের সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। দুই দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ সেতুবন্ধ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এখন সময় এসেছে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ এবং সেতুবন্ধ আরও বাড়ানোর। তাহলে আমাদের পুরো অঞ্চল এক সাথে সমৃদ্ধশালী হবে, পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে। বৃহস্পতিবার রাতে ভারতীয় হাইকমিশনে আইটেক দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। এসময় ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল মালেক।তথ্যমন্ত্রী বলেন, আইটেক দিবস একটি অত্যন্ত চমৎকার ধারণা। এভাবে একটা দিবস নির্ধারণ করে যারা ভারতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিণ নিয়েছে তাদের একত্রিত করা সত্যিই চমৎকার উদ্যোগ। আজ প্রশিণার্থীদের মাঝে এক ধরনের আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দুই দেশের মেলবন্ধন ও উন্নয়নে এধরণের প্রশিণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রচুর শিার্থীকে বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে অনেকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভারতে প্রশিণের সুযোগ পেয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিল্পবের বা তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমাদের দেশে ডিজিটাল বাংলাদেশের শ্লোগান দিয়ে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি। ভারতও বিভিন্ন জায়গায় আইসিটি-হাব গড়ে তুলে চতুর্থ শিল্প বিল্পবের যুগে থাকায় আমরা কাছাকাছি সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বে যুক্ত হতে সম হয়েছি।মন্ত্রী বলেন, ভারত এবং বাংলাদেশের গ্রাজুয়েটেরা এখন ইউরোপ আমেরিকাতে কাজ করছে। অনেকক্ষেত্রেই তাদের সমৃদ্ধি আমাদের সন্তানদের দিয়ে হচ্ছে। তাই আমাদের মধ্যে সহযোগিতা এই পুরো অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করবে।তিনি বলেন, ব্যবহারিক সহযোগিতা, জ্ঞান ও ভাবের আদান প্রদান পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বলপূর্ণ।

এইটা হাসিনা সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যুবলীগ চেয়ারম্যান ফারুক

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। নেতাকর্মীদের সতর্ক করে যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী বলেছেন, যত প্রভাবশালীই হোক না কেন অপরাধ করলে শেখ হাসিনা সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাউকে ছাড়বে না।আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখন 'অ্যাকটিভ' এবং তারা একের পর এক 'অপরাধীকে' ধরছে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে যাকে ধরা হবে তাকেই সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হবে।
ফকিরাপুলে ইয়ংমেনস কাবে অবৈধভাবে ক্যাসিনো চালানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার যুবলীগের ঢাকা মহানগর দিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের কয়েক ঘণ্টা পর এই সতর্ক বার্তা দিয়েছেন তিনি।শুক্রবার বিকালে রাজধানীর উত্তরা-আজমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে যুবলীগের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার কয়েকটি ওয়ার্ড কমিটির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন ওমর ফারুক চৌধুরী।তিনি বলেন, ভুল এক জিনিস, আর অপরাধ অন্য জিনিস। অপরাধ, জেনে শুনে অন্যের তি করা। ভুল হবেই। আমি কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। অহঙ্কার করবেন না।দেখেন না আইনশৃঙ্খলা রাকারী বাহিনী। পত্র-পত্রিকা দেখছেন না? সমস্ত পত্রিকা এখন ক্যাসিনোতে ভরা। এই ক্যাসিনোর মালিকেরা না কি আমরা। এটি মিথ্যা নয়। এই পত্রিকার ইনফরমেশন যদি আমরা আগে পেতাম তাহলে ব্যবস্থা নিতে পারতাম।আইনশৃঙ্খলা রাকারী বাহিনী অ্যাকটিভ। একের পর এক ধরছে, যারে ধরবে তারে বহিষ্কার করব। রাজনীতি করার অধিকার থাকবে না। ক্যাসিনো চালাও তুমি যেই হও। যত বড় নেতাই হোক না কেন ক্যাসিনো পরিচালনাকারীদের ধরতে আইনশঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান যুবলীগ চেয়ারম্যান।নেতাকর্মীদের সোজা পথে চলার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ধরতেছে, দেখেন না? বেশি স্মার্ট হওয়ার দরকার নাই। যুবলীগ করতে হলে ম্যানেজার হতে হবে। চাঁদাবাজি করো?এইটা শেখ হাসিনা সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এটা বাবর আলীর মন্ত্রণালয় না, এটা খালেদা জিয়ার মন্ত্রণালয় না। যুবলীগ কইরা মাতব্বরি করবেন, ওই দিন শেষ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাইরা পাছা লাল করতেছে, দেখেন না?

চট্টগ্রামে ২৪ রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২০।। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার গোবিন্দরখিল এলাকা থেকে ২৪ রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।শুক্রবার ভোরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে পটিয়া থানার এএসআই আরিফুল ইসলাম জানান। তিনি বলেন,গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোরে গোবিন্দরখিল এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ওই এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাদের আটক করা হয়।আটক ২৪ রোহিঙ্গার সবাই পুরুষ। তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে বলে আরিফুল ইসলাম জানান।ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শুক্রবার আদালতে হাজির করার পর বিচারক ২৪ জনকেই কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক সংলগ্ন দণি চট্টগ্রামের একটি উপজেলা পটিয়া। গত কয়েক বছর ধরেই রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের ক্যাম্প থেকে এসে পটিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছে বলে অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের।

ভারতের অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনাচক্র

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণামত ভারতের অর্থনীতিকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মন্তব্য করলেন বিভিন্ন পেশার বিশিষ্টরা। শুক্রবার কলকাতায় এক আলোচনাচক্রে এ ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্যয় করেন তাঁরা।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অফ ইন্ডিয়ার (এমসিসিআই) ডাকা 'পাওয়ারিং ইন্ডিয়াজ ফাইভ ট্রিলিয়ান গ্রোথ এজেন্ডা' শীর্ষক এই আলোচনাচক্রে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী সাধন পান্ডে, এমসিসিআই-এর সভাপতি বিশাল ঝাঝারিয়া, শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান সুনীল কানোরিয়া, 'অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর ডিরেক্টর নীলাঞ্জন ঘোষ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সিনিয়র ইকনমিস্ট তথা এজিএম সমীর কান্ত ঝা, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস-এর অর্থনীতির অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর প্রণব কুমার দাস প্রমুখ।

সুনীল কানোরিয়া বলেন, আমি ১৯৮৯-তে ব্যবসা শুরু করি। এর পর তিন দশকে অর্থনৈতিক সংস্কারের নানা পর্যায় দেখেছি। যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি-তে) সরকারি বিনিয়োগে প্রভূত সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। গত ১০-১২ বছরে এটা হয়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে।

বাধারঘাট

● **প্রথম পাতার পর**

উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে।

এদিন তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, উপনির্বাচনে আবারো পদ্মফুল ফুটিয়ে তুলুন। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় অধিক ভোটার ব্যবধানে বিজেপিকে জয়ী করে ইতিহাস তৈরি করুণ। এদিন তিনি উপনির্বাচনে বিজেপির যায় নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন।

এদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এদিন জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক প্রবিারে সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। ষাট হাজার শূণ্যপদ পূরণ করা হবে। কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন ভাতা দেওয়া হবে। বিভিন্ন সামাজিক ভাতার টাকার পরিমাণ বাড়ানো হবে। কিন্তু, এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবের মাটি পায়নি। সরকারী চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না। কর্মচারীদের সাথেও প্রতারণা করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক সামাজিক ভাতা বন্ধ হয়ে রয়েছে। বেকার যুবক যুবতীদের পানের দোকান, গাভী পালন ইত্যাদির পরামর্শ দিচ্ছে জোট সরকার। তাই এই উপনির্বাচনে জনগণ যাতে বিজেপি জোট সরকারে অসত্য প্রতিশ্রুতির প্রতিবাদ জানিয়ে বামফ্রন্ট সমর্থীত সিপিএম প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করে নতুন ইতিহাস রচনা করেন তার আহ্বান জানিয়েছেন মানিক সরকার।

পিএসইউ'র

● **প্রথম পাতার পর**

বিষয়টি বিবেচনার নির্দেশ দেন।

উক্ত রায়ের পাশাপাশি বৈষম্যমূলক পেনশন প্রদান এবং সম্প্রতি রাজ্য সরকারের এক আদেশমূলে বেসরকারি সাংবাদিকদের পেনশন এক হাজার থেকে বাড়িয়ে দশ হাজার টাকা পেনশন প্রদানের বিষয়টিও রায়ে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই বিষয়গুলির উপর সরকারকে স্পষ্টীকরণ করার জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ প্রদান করা হয়।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। আজ কলেজিয়াম ওই প্রস্তাব প্রকাশিত করেছে।

বিচারপতি অকিল কুরেশি বর্তমানে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁকে মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তিতে বিলম্বকে ঘিরে গুজরাট হাইকোর্ট আইনজীবী সংগঠন সুপ্রিমকোর্টে রিট মামলা দাখিল করেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ওই মামলার শুনানিতে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এই বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে জানিয়েছিলেন। এখন ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সবুজ সংকেতের অপেক্ষা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সর্দার প্যাটেলের আগ্রহেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার : আর কে সিনহা

লখনউ, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): স্বাধীনতার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আগ্রহতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থারঊ ততালীন স্বরাষ্ট্র ও তথ্যমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভেবেছিলেন ভারতীয় ভাষাতেও কোনও সংবাদ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছেঊ মূলত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আগ্রহতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থারঊ শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-২ 'তীর্থযাত্রা-পর্যটন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে, শুক্রবার লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত হয় উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-২ 'তীর্থযাত্রা-পর্যটন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন' শীর্ষক অনুষ্ঠানঊ এদিন সকালে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে অঙ্গবস্ত্র, স্মৃতিসৌধ ও তুলসী গাছের চারা প্রদান করেন রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহ।

উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-২ 'তীর্থযাত্রা-পর্যটন ও আঞ্চলিক বিকাশ' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আগ্রহতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থারঊ ততালীন স্বরাষ্ট্র ও তথ্যমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভেবেছিলেন ভারতীয় ভাষাতেও কোনও সংবাদ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছেঊ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমগুলি এ দেশের গ্রাম, শহর এবং জনগণের আকাঙ্খা পৌঁছে দিতে পারবে নাঊ এ জন্যই হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলঊ বাবা সাহেব আপটে অত্যন্ত উতাহের সঙ্গেই হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার কাজ শুরু করেছিলেনঊ ওই সময় বিভিন্ন ভাষার সাংবাদিকরা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থায় যোগ দিয়েছিলেনঊ পরবর্তীকালে বালেশ্বর আগরওয়ালজি হিন্দুস্থান সমাচারকে এগিয়ে নিয়ে যানঊ বিশেষ করে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছিল সংবাদ সংস্থাকেঊ সংবাদ সংস্থার তিনটি লক্ষ্য স্থির করা হয়-সত্য, সংবাদ ও সেবা।

সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, 'সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে সংবাদ বজায় থাকবেঊ নিজেদের মতামত নয়, সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার পরই সংবাদ পরিবেশিত হবেঊ দেশ ও সমাজের স্বার্থেই কাজ করবঊ আমরা এখনও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছি এবং ইতিবাচক ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা করছিঊ এমন সাংবাদিকতা যা সমাজকে দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেঊ আমরা ইতিবাচক চিন্তাভাবনার পক্ষে ও নেতিবাচক ধ্যানধারনা থেকে দূরে থেকেই কাজ করছিঊ' হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যানের কথায়, ১৯৪৮ সালে যে লক্ষ্য ও চেতনা নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার, সেই ভাবমূর্তিই সর্বদা বজায় থাকবেঊ সেই লক্ষ্যে আমরা আরও এগিয়ে যাবঊ সাংবাদিকতাকে ইতিবাচক ও নিরপেক্ষ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা।

প্রসঙ্গত, এদিনের অনুষ্ঠানে 'এক বিধানসভা-এক পর্যটন কেন্দ্র' কেন্দ্রিত রাজ্যে 'তীর্থযাত্রা-পর্যটন ও আঞ্চলিক বিকাশ'-এর উপর হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার পত্রিকা 'যুগবার্তা'-র বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

পরিকাঠামো

● **প্রথম পাতার পর**

মাধ্যম স্কুলে গেলে মিড ডে মিলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিলন কুমার মালাকার প্রথমবারের মতো এই ডাইনিং হলটি খুলে দেন ও ছাত্র-ছাত্রীরা ডাইনিং হলে বসে মিড ডে মিল খাওয়ার সুযোগ পায়। কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে বলে রোদ বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের নিচেই খাওয়ানো হয় তাদের।কিন্তু মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য যে ডাইনিং হলটি বানানো হয়েছে সেটি সর্বদাই বন্ধ অবস্থায় থাকে।পাশাপাশি রয়েছে পানীয় জলেরও সমস্যা।ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের ছাত্র ছাত্রীরা জানায় যে,ক্লাস নাইন থেকে আজকে অব্দি অর্থাৎ ৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোন ধরনের স্টাইফেন পায়নি ছাত্রছাত্রীরা। সে ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলে প্রধান শিক্ষক ছাত্রদেরকে ব্যাংকে একাউন্ট চেক করার কথা বলেন।ব্যাংকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের অ্যাকাউন্ট চেক করলে স্টাইফেনের কোন টাকা একাউন্টে ঢুকে নি তাই তারা দীর্ঘদিন থেকে ক্ষোভে ফুঁসছে।এসকল বিষয় নিয়ে বজেন্দ্র নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত কিলিকদারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, বজেন্দ্র নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭০৩ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তারমধ্যে ৩৫৩ জন ছাত্র এবং ৩৫০ জন ছাত্রী।শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১৫ জন।

তার মধ্যে অনেকে নাকি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ছুটিতেই থাকেন।তবে অকপটে স্বীকার করেন ছাত্ররা স্টাইপেন থেকে বঞ্চিত ও স্কুলে ব্রেঞ্চের অভাব রয়েছে।পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অমরেন্দ্র কুমার মহন্তের নামে যে অভিযোগ করেছে সেই বিষয়টুকু তিনি দেখবেন বলেও সংবাদ মাধ্যমকে আশ্বস্ত করেন।তবে তিনি স্কুলে ব্রেঞ্চের সমস্যা,বাউন্ডারির সমস্যা নিয়ে ডিস্ট্রিক এডুকেশন অফিসার রিপন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে অনেকবার লিখিতভাবে জানিয়েছেন কিন্তু উর্দতন কর্তৃপক্ষ বজেন্দ্র নগর স্কুলের দিকে নজর দিচ্ছে না বলেও প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য। প্রধান শিক্ষক আরও বললেন,উনার স্কুলে ২ জন ক্লার্ক রয়েছেন। যে দুজন ক্লার্ক রয়েছেন উনারা অনভিজ্ঞ তাই ক্লার্কের কাজটুকু প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে করতে হয় বলেও জানান। তবে মিড ডে মিলের ড্রাইনিং হলের ব্যাপারটা নিয়ে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ মানতে নারাজ।তবে বজেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা কতটুকু ছাত্রদের পাঠ দান করে থাকেন তা সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ল।আমরা সকলেই জানি জাতির মেরুদন্ড শিক্ষাঙ্গন।স্কুল থেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার বৈজ্ঞানিক সকলেই পাঠদান করে তৈরি হন।কিন্তু রাজ্যের বজেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এ কেমন প্রদান করছেন তা ভাবার বিষয়। ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শিক্ষামন্ত্রীর নাম ওদের জানা নেই। জানেনা কোন জেলায় বাস করে।আর তাতে একপ্রকার পরিষ্কার হয়ে গেল যে শিক্ষক বাবুরা স্কুলে এসে স্টাফ রুম আর কেন্টিনে স্কুলের সময়টা কাটিয়ে দিন ক্লাসে না গিয়ে।

অপরদিকে মিড ডে মিলের চালে পোকা ধরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।মিড ডে মিলের ইনচার্জ শিক্ষক মিলন কুমার মালাকারের রেজিস্টারের রয়েছে ১১১২ কেজি চাল কিন্তু স্টোরে দেখা গেল ১৩০০ কেজির উপরে চাল। তাহলে কোথা থেকে আসলো এত চালের ফারাক।তাহলে কি খাতায় রেজিস্টারে চাল ব্যয়ের হিসাব ঠিকঠাক করে নিলেও স্টোর থেকে চাল ব্যয় করতে ভুলে গিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক,প্রশ্ন নানা মহলে।রাজ্যে নতুন বিজিপি আইপিএফটি জোট সরকার রাজ্যকে এক নতুন দিশায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ধারা নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিক্ষাঙ্গনকে আরও উন্নত করতে চাইছেন।কিন্তু পূর্বের লাল বাড়ির ঘনিষ্ঠ হগব মার্কা শিক্ষকদের কারনে আজও শিক্ষাঙ্গনে ঘুঘুর বাসা।ছোট ছোট কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিলের খাদ্য

সামগ্রী এভাবে খাতায় পত্রের হিসাব দেখাচ্ছেন আর বাস্তবে ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিল না খাইয়া বাকা পথে ব্যয় করছেন।

বজেন্দ্র নগর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার স্থানীয় অভিভাবকরা জোরালো দাবি তুলেছেন যে, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর যেন বজেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিকে একটু দৃষ্টি দেন।নতুবা নবপ্রজন্মের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঝুঁকছে। পাশাপাশি স্থানীয় অভিভাবক ও জনগণ রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছে।

উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-২ : ১৪ জন বিশিষ্টব্যক্তিকে 'বিকাশ রত্ন সম্মান' দিয়ে সম্মানিত করলেন যোগী

লখনউ, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্যের ১৪ জন বিশিষ্টব্যক্তিকে 'বিকাশ রত্ন সম্মান' দিয়ে সম্মানিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঊ শুক্রবার বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-২ 'তীর্থযাত্রা-পর্যটন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এই সম্মান তুলে দেন তিনি ঊ

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে, শুক্রবার লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত হয় উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-২ 'তীর্থযাত্রা-পর্যটন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন' শীর্ষক অনুষ্ঠানঊ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এদিনের অনুষ্ঠানে ১৪ জন বিশিষ্টব্যক্তিকে বিকাশরত্ন সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঊ এদিন যাদের সম্মানিত করা হয় তাঁরা হলেন - পর্যটন প্রবন্ধন রত্ন : অধ্যাপক মনোজ দীক্ষিত (ডা. রাম মনোহর লোহিয়া অবধ বিশ্ববিদ্যালয়), সংস্কৃতি রত্ন : প্রমোদ মিশ্র এবং ডা. রত্নেশ বর্মা (রাবাণসী), তীর্থযাত্রা, সংস্কৃতি এবং সেবা রত্ন : রমাকান্ত গোস্বামী (মথুরা), সেবা রত্ন : ডা. সুশীল কুমার সিনহা (প্রয়াগরাজ), স্বচ্ছতা রত্ন : প্রগল দত্ত তিওয়ারী (বারণসী), সেবা রত্ন : ডা. বৈভব খান্না (লখনউ), পর্যটন রত্ন : ডা. কায়নাত কাজী (আগ্রা), স্বাস্থ্য রত্ন : ডা. সুদীপ বর্মা (প্রয়াগরাজ), শিক্ষা রত্ন : ডা. কুমার অরুণোদয়, শিক্ষা প্রোতান রত্ন : রজত সাক্সেনা (পিলিভিট), উদ্যোগ রত্ন : অঞ্জু ডিসুজা ও রোশন লাল গুপ্তা এবং স্বচ্ছতা রত্ন : মহন্ত রাজকুমার দাস (অযোধ্যা)।

বাদল

● **প্রথম পাতার পর**

পূর্ত কাজ বন্টনে অন্তত ৮০০ কোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, ১০ বৃদ্ধি হিসাবে নিয়মমাফিক দরপত্র আহ্বান করতে হয়। সে-মোতাবেক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, পূর্ত দপ্তরের কাজে কোন অনিয়ম হয় নি। সমস্ত কাজ কেন্দ্রীয় আইন মেনেই হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরা বিধানসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত পূর্ত দপ্তরের সমস্ত কাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। ক্যাগ রিপোর্টের সাথে দপ্তরের ব্যাখ্যা মিলিয়ে দেখেছে। তাতে, পাবলিক একাউন্টস কমিটি ২০০৮ সালের পূর্ত দপ্তরের কাজের ক্যাগ রিপোর্টে অনিয়মের বিষয়টি রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেনি। তাই, কমিটি ওই বিষয়টি তুলে দেওয়ার পক্ষে সর্ব সম্মত হয়েছে।

বাদলবাবু বলেন, ওই কমিটির চেয়ারম্যান ভানুলাল সাহা। কিন্তু ওই কমিটিতে বিজেপি এবং আইপিএফটি বিধায়করাও রয়েছেন। তিনি জানান, বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক দিলীপ কুমার দাস, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক অতুল দেববর্মা, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং এবং বিধায়ক বাদল চৌধুরী ওই কমিটির সদস্য। ফলে, সকলের সম্মতিতেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তার উর্দে ভিজিল্যান্স তদন্তের সুযোগ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর দাবি, বাজার গরম করার জন্যই ভিজিল্যান্স তদন্ত দেওয়া হয়েছে। তবে, তদন্তে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করছেন বলেন জোর গলায় দাবি করেছেন। তার কথায়, পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট গত ৩ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। ওই রিপোর্ট ত্রিপুরা বিধানসভা গ্রহণ করেছে। ফলে এখন সাংবিধানিক নিয়ম মেনে ভিজিল্যান্স বা অন্য কোন তদন্ত সম্ভব নয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় ওই সুযোগ নেই, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

ঝিমিয়ে

● **প্রথম পাতার পর**

;ছোট-মাঝারি শিল্পের ঋণকে এনপিএ তকমা দেওয়া যাবে না; ২. উৎসবের মরসুমের আগে ৪০০ জেলায় ঋণ-বন্টন অনুষ্ঠান; এবং ৩. আগে ঋণ নেওয়া একজনকে ফের ঋণ দেওয়া হলে নতুন পাঁচ জনকে ঋণ দিতে হবে।

অর্থমন্ত্রী এদিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্তাদের ছোট-মাঝারি শিল্পের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ, ব্যাঙ্কের ঋণ কিস্তিতে মেটানোয় কোনও ছোট-মাঝারি শিল্প সংস্থার সমস্যা হলেও আগামী মার্চ পর্যন্ত তাদের নেওয়া টাকাকে অনাদায়ী ঋণ বা এনপিএ তকমা দেওয়া যাবে না। বরং কীভাবে নতুন পুঁজির জোগান দিয়ে বা ঋণ শোধ করার জন্য সহজ ব্যবস্থা করা যায়, তা দেখতে হবে। সাধারণত কিস্তিতে ঋণ শোধ করায় ৯০ দিনের বাধা পড়লে তা এনপিএ-র তকমা দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রীর যুক্তি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা রয়েছে, ছোট-মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঋণে ২০২০-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত এনপিএ ঘোষণা না-করে তাদের ঋণ শোধের বা পুঁজি জোগানের ব্যবস্থা করা যাবে।

বিদেশি সংস্থার লগ্নির উপর বাড়তি সারচার্জ নয় বাজেটে অতি-ধনীদের আয়করের উপর বাড়তি সারচার্জ চাপিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী সীতারমণ। যার আওতায় চলে আসে মূলধনী বাজারে বিদেশি সংস্থার লগ্নিও (ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট বা এফপিআই)। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী জানান, বাজারে বিনিয়োগ বজায় রাখতে বিদেশি সংস্থার লগ্নিতে বাড়তি সারচার্জ প্রযোজ্য হবে না।

বাইব্যাকে করছাড় সম্পর্কে তিনি যে ঘোষণা দেন তাতে বলা হয়েছে, যে যে সংস্থাগুলি ২০১৯-এর জুলাইয়ের আগে বাজার থেকে নিজেদের শেয়ার কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের ওই শেয়ারের উপর কোনও কর দিতে হবে না। অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণাতেই স্বস্তি শিল্পমহলে।

একলাফে বাড়ল সেনসেক্স-নিফটি

অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার পর পরই চাঙ্গা বাজার। একলাফে ১১০০ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স। বর্তমানে ৩৭ হাজারের কাছাকাছি রয়েছে। বেড়েছে নিফটিও।

বছরে ১.৪৫ লাখ ক্ষতি! এই নতুন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের জেরে বছরে সরকারের ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হবে বলেও মেনে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সাংবাদিক বৈঠকের পর একলাফে ১১০০ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। কেন্দ্রীয় উদ্যোগে বিনিয়োগের আশা দেখছে বাজার।

গ্রহণযোগ্য

● **প্রথম পাতার পর**

জেলাশাসক বলেন, এই আদেশ সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন এজেন্সির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে, এই আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, বিকল্প নথি দেখিয়ে উপনির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা। রাজ্য নির্বাচন দপ্তর জানিয়েছে, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তবে যে সমস্ত ভোটার সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র দেখাতে পারবেননা তারা বিকল্প বিভিন্ন নথি দেখিয়েও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, পি এস ইউ, পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীগুলিতে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য ইস্যু করা সচিত্র পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস থেকে ইস্যু করা ছবিযুক্ত পাসবুক, প্যানকার্ড, এন পি আর-র আওতায় আর জি আই কর্তৃক ইস্যু করা স্মার্ট কার্ড, এম জি এন রেগা-র জবকাড, শ্রম মন্ত্রকের প্রকল্পে ইস্যু করা হেলথ ইনসিওরেন্স স্মার্ট কার্ড, ছবি সহ পেনশনের নথি, এম পি/এম এল এ/ এম এল সি দের ইস্যু করা সরকারি পরিচয়পত্র এবং আধারকার্ড ভোটে বিকল্প নথি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

আইপিএফটি কর্মীদের তোপের মুখে বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। জোট শরিক আই পি এফ টি- র বিরুদ্ধে উন্নয়ণমূলক কাজের বিরুদ্ধাচরণ ও হুজ্জতির গুরুতর অভিযোগ আনলেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। শুক্রবার আমবাসা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ আনেন তিনি। গঙ্গানগর থানায় ১০ জন আই পি এফ টি- সমর্থকের বিরুদ্ধে মামলা করার পাশাপাশি ক্ষোভ উগরে দিলেন গঙ্গানগর থানার ওসির বিরুদ্ধেও। এদিন ব্যাম্বু মিশনের সুবিধা ও প্রকল্পগুলির উপর সচেতনতা মূলক কর্মসূচীতে যোগ দিতে গঙ্গানগর যান বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।

তাঁর বক্তব্য, কমিউনিটি হলের সামনে নামতেই গৌরাঙ্গ রিয়াং ও সঞ্জয় রিয়াং এর নেতৃত্বে জনা দশেক আই পি এফ টি কর্মী তাকে হলে ঢুকতে বাধা দেওয়ার জন্য উগ্রভাবে এগিয়ে আসে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশের তৎপরতায় হলে প্রবেশ করেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে তারা হলে প্রবেশ করে হুজ্জতি করার চেষ্টা করে। তাদের উগ্রতা থেকে স্পষ্ট- পুলিশ না থাকলে তারা যে কোন কিছু করতে পারত বলে জানান বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।

প্রচন্ড ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরো বলেন, সরকারের অংশীদার হয়ে সমস্ত সুবিধা ভোগ করবে, আবার বিরোধিতাও করবে- এটা চলতে পারে না। আই পি এফ টি- মন্ত্রীদের এর স্পষ্টীকরণ দেওয়ার কথা জানান। গঙ্গানগর থানার ওসি সম্পর্কে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বলেন, প্রাণহানির শঙ্কা রয়েছে জেনেও ও সি এসকর্ট করে আনতে যান অস্ত্র ছাড়া। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে

● **প্রথম পাতার পর**

রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রিপোর্ট তলবের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কে বা কারা জড়িত, রাজ্য প্রশাসনের কি ভূমিকা ছিল, কেন এত দেরি করে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদ্ধার হলেন, এই ঘটনার ক্ষেত্রে কে দায়ী, এসব জানতে চেয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল কেন্দ্রীয় সরকার।

নবান্ন সূত্রের খবর, আজ রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে এই মর্মে ফোন আসে কেন্দ্রের। পাশাপাশি, কারণ দর্শানোর একটি চিঠিও পাঠিয়েছে অমিত শা''র মন্ত্রক।

গতকাল দুপুর থেকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল রাতঅব্দি আটকে ছিলেন। তাদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় যাদবপুরের পড়ুয়ারাঊ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার অভিযোগ ওঠে। শেষপর্যন্ত রাজ্যপাল পৌঁছে যান যাদবপুরে। তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ চলে। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই বাবুলের যাদবপুর যাওয়া। রাত অবধি চলে ঘটনাপ্রবাহ। প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন রাজ্যপাল এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

বিপ্লব

● **প্রথম পাতার পর**

শিক্ষাঙ্গন-কে, এমনটা মনে করা অস্বাভাবিক হবে না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-কে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হেনস্থার ঘটনায় দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। তাতে যোগ দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও। আজ তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র উপর হামলা এবং হেনস্থার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সাথে যোগ করেন, আমি অবাক হয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা অর্জনের স্থান, ওই জায়গা চরম বাম গুন্ডামির প্রজনন ক্ষেত্র নয়। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, এ-জন্যই সারা ভারতে মানুষ বাম দলগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন

আটের পাতার পর

মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। তাছাড়া সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে এই হতাকাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকেও রবীন্দ্র ভবনের সামনের রাস্তায় প্রয়াত সাংবাদিকের প্রতিকৃতিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বন্ধ জুম্মার নমাজ

আটের পাতার পর

শ্রীনগর সহ অন্যান্য শহরে দোকানবাজার, অস্থায়ী দোকান এবং সাধারণ মানুষের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনার আশঙ্কায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই নিয়ে লাগাতার সপ্তম শুক্রবারও শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদ এবং অন্যান্য বড় মসজিদগুলিতে নমাজ পড়ার অনুমতি দিল না প্রশাসন। সংবেদনশীল এলাকা বাদে অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে দাবি করছে প্রশাসন। সংবেদনশীল এলাকায় জনগণের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

কোনও খবর নেই

তিনের পাতার পর

কোনও যাত্রীই আহত হননি, আহত হননি প্ল্যাটফর্মে থাকা যাত্রীরা। লোকাল ট্রেনের চালকও সুরক্ষিত রয়েছেন।

জসীডীহ রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার এস কে মণ্ডল জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল ৯.৫০ মিনিট নাগাদ জসীডীহ রেল স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বাফারে ধাক্কা মারে উত্তর প্রদেশ বৈদ্যনাথ ধাম-জসীডীহ লোকাল ট্রেনঊ বাফারের ৪ থেকে ৫ মিটার আগেই ট্রেনটির থেমে যাওয়ার কথা ছিলঊ কিন্তু, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাফারে ধাক্কা মারে লোকাল ট্রেন। কী কারণে এই বিপত্তি তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছেঊ ঘটনাস্থলে আসছে আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশনের একটি বিশেষ টিম।

গুরুতর আহত ৪ জন

তিনের পাতার পর

৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার দিল্লি-নয়ডা ডিরেক্ট (ডিএনডি) টোল প্লাজার কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের, তাঁদের মধ্যে একজন পেশায় চিকিৎসক। ৪ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, অ্যাম্বুলেন্সের চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

কোনও খবর নেই

তিনের পাতার পর

অবস্থিত ওই চার-তলা বহুতলটিঊ বহুদিনের পুরনো ওই বহতলটির একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েঊ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনঊ তড়িঘড়ি খালি করে দেওয়া হয় ওই বহুতল সংলগ্ন অন্যান্য বহুতলগুলিঊ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন, বিএমসি-র কর্মী ও উদ্ধারকারী দলঊ বিএমসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চার-তলা ওই বহুতলটি আগে থেকেই খালি করে দেওয়া হয়েছিলঊ কী কারণে ভেঙে পড়ল বহুতলটি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাদক সংক্রান্ত মামলা তদন্তে গাফিলতি, বরখাস্ত সাব ইন্সপেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। মাদক সংক্রান্ত মামলায় তদন্তের গাফিলতির জন্য রাজ্য পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টরকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী কাঞ্চনপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লংকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করেছেন। তাকে ধর্মনগরে পুলিশ লাইনে পাঠানো হয়েছে।

কাঞ্চনপুর থানার গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত মাদক সংক্রান্ত পাঁচটি মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলাগুলির তদন্ত ভাড় কাঞ্চনপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লংকে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তদন্তে গাফিলতি হয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে রাজ্য পুলিশ। তাই তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশে কোনো জবাব দেননি।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ওই পাঁচটি মামলায় কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লং তদন্ত করেননি। তাকে বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তদন্তে গাফিলতি করেছেন। তাই তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুর থেকে মিকেইলা ডার্লংকে বরখাস্তের আদেশ কার্যকর হবে।

অবশেষে চাকিংয়ের দায়ে দ্বিতীয়বার আকিলা ধনঞ্জয়ার বোলিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি আইসিসির

দুবাই, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অবশেষে চাকিংয়ের দায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আগামী ১২ মাসের জন্য শ্রীলঙ্কার তারকা স্পিনার আকিলা ধনঞ্জয়ার বোলিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। অর্থাৎ আগামী এক বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিং করতে পারবেন না তিনি। শুধুমাত্র ব্যাটিংয়ের দৌলতে জাতীয় দলে ঢোকা সম্ভব নয় ধনঞ্জয়ার পক্ষে। যার অর্থ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে কার্যত একবছর নির্বাসনে পাঠানো হল সিংহলি স্পিনারকে।

গত ১৪-১৮ আগস্ট নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গল টেস্টে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনে অভিযুক্ত হন ধনঞ্জয়া। নিয়ম মতো আম্পায়াররা সন্দেহ প্রকাশ করার ১৪ দিনের মধ্যে বোলিং অ্যাকশনের বৈধতার প্রমাণ দিতে হয় সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে। সেই মতো গত ২৯ আগস্ট চেন্নাইয়ে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দেন তিনি। পরীক্ষায় ধনঞ্জয়ার অ্যাকশন অবৈধ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বোলিংয়ের উপর প্রতিবন্ধকতা জারি করা হয়।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ধনঞ্জয়ার বোলিং অ্যাকশন অবৈধ প্রমাণিত হয়। ২৫ বছর বয়সি ধনঞ্জয়া গত বছর নভেম্বরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গল টেস্টেই সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে সিংহলি স্পিনারের বোলিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল আইসিসি'র তরফে। অ্যাকশনের ত্রুটি শোধরানোর পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে আইসিসি ধনঞ্জয়ার বোলিং করার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ২ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার চাকিংয়ের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আগামী ১২ মাসের মধ্যে অ্যাকশন শুধরে বৈধতা প্রমাণের আবেদনও করতে পারবেন না ধনঞ্জয়া।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ৬টি টেস্টে ৩৩টি উইকেট নিয়েছেন ধনঞ্জয়া। ৩৬টি একদিনের ম্যাচে তাঁর উইকেট সংখ্যা ৫১। ২২টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার হয়ে ২২টি উইকেট নিয়েছেন ডান হাতি স্পিনার।

বরদলৈ ট্রফির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর, গুয়াহাটিতে শুরু ৬৬-তম টুর্নামেন্ট

গুয়াহাটি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : "অসমের ফুটবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রীড়া জগতে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্ট নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ক্রীড়া জগতে এই টুর্নামেন্টের বিশেষ পরিচয় রয়েছে। বরদলৈ ট্রফির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের।" শুক্রবার গুয়াহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে ৬৬-তম ভারতরত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে এভাবেই বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি এবং বেসরকারিভাবে যৌথ প্রচেষ্টায় বরদলৈ ট্রফির পাশাপাশি খেলাধুলোকে জনপ্রিয় করতে গুরত্ব সহকারে সবাইকে কাকাজ করতে হবে। তিনি বলেন, এক সময় সমগ্র অসমে বরদলৈ ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্ট অভাবনীয় জনপ্রিয়তা ছিল। রেডিও-র মাধ্যমে শৈশবে বরদলৈ ট্রফির ধারাভাষ্য শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এককালে বরদলৈ ট্রফির মর্যাদা এতই বেড়েছিল যে দেশের প্রথমসারির ফুটবল দল যেমন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিংও এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল।

তাই বরদলৈ ট্রফির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে যত্নশীল হতে হবে বলে এই টুর্নামেন্টের আয়োজকদের বার্ষিক কর্মসূচি সুপরিকল্পিতভাবে প্রস্তুতের মাধ্যমে জনপ্রিয় করতে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। অ্যাক্ট-ইস্ট পলিসি-র সদব্যবহারের জন্য তিনি অসমকে সর্বস্তরে বিকশিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, খেলাধুলোর মাধ্যমে আসিয়ান এবং বিবিএন দেশের ১৩টি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে নতুন ভিত গড়তে পারবে। এ-ক্ষেত্রে সব দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে বরদলৈ ট্রফিকে কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৃথক পরিচয়ের বলে উজ্জ্বল তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ৬৬-তম বরদলৈ ট্রফির আজকের উদ্বোধনী খেলায় গুয়াহাটি টাউন ক্লাব বনাম অসম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের খেলা হয়েছে।

চিন্নাস্বামীতে বিরাটদের প্র্যাকটিসে রাহুল দ্রাবিড়, পরামর্শ দিলেন তরুণ ক্রিকেটারদের

বেঙ্গালুরু, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার চিন্নাস্বামীতে বিরাটদের প্র্যাকটিসে দেখা গেল ভারতীয় ক্রিকেট দলের 'দ্য ওয়াল' তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়কে। ক্যাপ্টেন কোহলি-সহ প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী এবং ক্রিকেটাদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। জাতীয় ক্রিকেটে অ্যাকাডেমির দায়িত্বে এখন তাঁর হাতে। ভারত-এ এবং অনূর্ধ-১৯ ভারতীয় দলের কোচিং ছেড়ে এখন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর হয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টি-২০ সিরিজে তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ রবিবার চিন্নাস্বামীতে। মোহালিতে প্রোটিয়াদের সাত উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে থেকে চিন্নাস্বামীতে নামবে কোহলি অ্যান্ড কোং। ধরমশালায় প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হওয়ায় সিরিজ হারের সম্ভাবনা নেই বিরাটদের। বেঙ্গলুরুতে তাই খোশমেজাজে বিরাটবাহিনী। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে সাক্ষাতে আরও যেন চনমনে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ বিগ্রেড।

বিরাটের টি-২০ দলের অনেকেই ছিলেন দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে ভারত-এ এবং অনূর্ধ-১৯ ভারতীয় দলে খেলেছেন। রাহুল স্যারকে কাছে পেয়ে আপ্লুত শ্রেয়স আইয়ার, মণীশ পান্ডে, ক্রুনাল পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর, দীপক চাহাররা। তরুণদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ঋষভ পন্তকে পরামর্শ দিতে দেখা যায় দ্রাবিড়কে। মোহালিতে দ্বিতীয় ম্যাচে দু'রানে পৌঁছতে পারেননি পন্ত। এদিন তাই 'দ্য ওয়াল'-এর কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ নিলেন টিম ইন্ডিয়ার এই তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। এছাড়াও শিখর ধাওয়ান এবং ক্যাপ্টেন কোহলির সঙ্গে কথা বলেন দ্রাবিড়। দীর্ঘক্ষণ কথা হয় বিরাটদের 'হেডস্যার' রবি শাস্ত্রী এবং বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গে।

ফফা বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ে পিছলে গেল ভারতীয় ফুটবল দল

জুরিখ, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফিফা ব্যাঙ্কিংয়ে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারল না ভারতীয় ফুটবল দল। ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে ব্যর্থতার জেরে ফিফা ব্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল ভারতকে। এবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ চলাকালীন আরও একবার বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে গেল সুনীল ছেত্রীরা।

গত জুলাইয়ে প্রকাশির ফিফার ক্রমতালিকায় ভারত ছিল ১০৩ নম্বরে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত ব্যাঙ্কিং তালিকায় ১ ধাপ পিছিয়ে ভারত চলে গিয়েছে ১০৪ নম্বরে। বিশ্বব্যাঙ্কিংয়ের ৯৭ নম্বরে থেকে গত বছর শেষ করেছিল ভারত। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৬ ধাপ পিছিয়ে ১০৩ নম্বরে চলে যায় তারা। এপ্রিলে ২ ধাপ উঠে ১০১'এ পৌঁছেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। পুনরায় পর পর দু'টি ক্রমতালিকায় পিছনে হাঁটতে হল ছেত্রীদের।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে পর ওয়ার্ল কাপ কোয়ালিফায়ারের ২টি ম্যাচ খেলেছে ভারত। ওমানের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ভারত। পরে সুনীল ছেত্রীকে ছাড়াই এশিয়া চ্যাম্পিয়ন কাতারের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। কাতার তাদের ৬২ নম্বর স্থান ধরে রাখলেও ওমান তিন ধাপ উঠে ৮৪ নম্বরে চলে এসেছে। কাতারের কাছে ০-৬ গোলে হেরেও বাংলাদেশকে ১-০ গোলে হারানোর সুবাদে আফগানিস্তান ৩ ধাপ উঠে ১৪৬ নম্বরে চলে এসেছে।

ফিফার সদ্য প্রকাশিত ক্রমতালিকায় বেলজিয়াম ফিফা ব্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে। ব্রাজিলকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ফ্রান্স। পর্তুগাল ১ ধাপ উঠে পাঁচে চলে এসেছে। ২ ধাপ উন্নতি করে স্পেন উঠে এসেছে ৭ নম্বরে। উরুগুয়ে (৬), ক্রোয়েশিয়া (৮) ও কলম্বিয়া (৯) এক ধাপ করে নেমে গিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 14/EE-1/2019-20

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	Mtc. of Agartala town road during the year 2019-20/Grouting, Patchcarpeting etc. of (i)Ramnagar Road No.11 (Length-400.00 mtr) and(ii) Part of Road No.7 (J.L.Baidya) house to Nibedita Club via Road No.8 (Length-600.00 mtr),(iii) Part of Durga Chowmuhani embankment to Ranjinagar (Length-500.00)(Chg. from 800mtr to 1300mtr), (iv) Ramnagar road no.08 under AMC Ward No. 14 Modified DNIT NO.-16/EE-I/2019-20, Dated 13/09/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]

All other details are available in the office of the undersigned & also may be seen at Website. www.neindia.com.

ICA-C/1133/19

Sd/-Illegible
(ER. R. CHOWDHURY
EXECUTIVE ENGINEER AGARTALA
DIVISION NO-I, PWD (R & B).
AGARTALA, WEST TRIPURA

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া মহিলার নাম শ্রীমতি শিপ্রা দে, বয়স ৪০ বৎসর, স্বামী শ্রী অজিত দেব, গ্রামঃ - সুধারামপাড়া, থানা- আমবাসা, জেলা- ধলাই, উচ্চতা- ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, পরনে সবুজ রং-এর ছাপা শাড়ি, উক্ত মহিলা গত ৩০/০৮/২০১৯ইং তারিখে বিকাল আনুমানিক ৩টা নাগাদ কমলপুর মানিকভান্ডারে বাবার বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ি হইতে বেরিয়ে যায়, এখন পর্যন্ত সে বাড়িতে আর ফিরিয়া আসে নাই বা বাবার বাড়িতে যায় নি। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও তাহাকে অদ্যাবধি খোঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে আমবাসা থানায় গত ০১/০৯/২০১৯ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরি নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ০২। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোনো তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-
পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা
দুরাভাষ নম্বর ঃ-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬- ২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
৮৭৩১৮০০৪৭৭ (মোবাইল)

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

ICA/D/981/19-20

অবশেষে পাকিস্তান সফরে যেতে রাজি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ

কলম্বো, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অবশেষে পাকিস্তান সফরে যেতে রাজি হল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট সেক্রেটারি মোহন সিলভা জানিয়েছেন, দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকেক তরফে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। তাই পাকিস্তানে তারা দল পাঠাতে রাজি। তিনি ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সংস্থার একাধিক কর্তা দলের সঙ্গে পাকিস্তান সফরে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। পাকিস্তানে ছয় ম্যাচের সিরিজ খেলতে যাবে শ্রীলঙ্কা। এরআগে শ্রীলঙ্কা বোর্ড রাজি হলেও নিরাপত্তার কারণে একাধিক ক্রিকেটার পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি হন নি। তাই সফর প্রায় ভেস্তে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। পিসিবি বারবার নিশ্চিত করেছে, সফররত দলকে তাদের সরকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশের ক্রিকেট সংস্থাকে বারবার তাদের দেশে খেলতে আসার অনুরোধ জানিয়েও হতাশ পাক বোর্ড। উল্লেখ্য, ২০০৯-এর মার্চ মাসে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে জঙ্গি হামলায় ছয়জন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার আহত হয়েছিলেন। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন লঙ্কার ক্রিকেটাররা। তার পর থেকে পাকিস্তানের মাটিতে আর কোনও দেশ সিরিজ খেলতে যেতে চায়নি। শেষমেশ শ্রীলঙ্কা রাজি হল। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ। গত মাসেই মোহন সিলভা ও শ্রীলঙ্কা সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি পাকিস্তানে নিরাপত্তা বিষয়ক দিক খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়, তাদের কাছে খবর রয়েছে যে আরও একবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের উপর আক্রমণ হতে পারে। যদিও এমন কোনও সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয় পিসিবি ও ইমরান খানের সরকার। তিনটি একদিনের ও তিনটি টি-২০ ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যে দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ভূ-সম্পত্তি সমূহ মৃত সমীর মল্লিক পিতা-মৃত বিশ্বেশ্বর মল্লিক সাং-ছনবন, উদয়পুর অথবা অন্যান্যদের সাথে উক্ত সমীর মল্লিকের যৌথভাবে মালিকানা বিদ্যমান।

অদ্য হইতে সর্বসাধারণনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, নিয়ে বর্ণিত এই ভূ-সম্পত্তি সমূহ বিক্রয় হস্তান্তর ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। যদি ইহা সত্ত্বেও কোনওভাবে এই সম্পত্তি সমূহ বিক্রয় হস্তান্তর ইত্যাদি হয়ে থাকে তাহলে বে-আইনি বলে পরিগনিত হবে।০

জমির ক্র.	রেজিস্ট্রি অফিস	তহশীল	মৌজা	খতিয়ান নং	হাল দাগ নম্বর	জমির শ্রেণী	জমির পরিমাণ (একর)
১	উদয়পুর	[illegible]	[illegible]	৭০০	১১৬৪	[illegible]	০.৩৪
২					১১৬৫	[illegible]	০.০৮
৩					১১৬৬	[illegible]	০.০৬
৪				৭১০	[illegible]	নাল	[illegible]
৫		রাধাকিশোরপুর	উদয়পুর	[illegible]	১২২	[illegible]	[illegible]
মোট জমির পরিমাণ							[illegible]

প্রতি ঃ-
১. জেলাশাসক ও সমাহর্তা, গোমতি জিলা, উদয়পুর।
২. সাবরেজিস্ট্রি অফিসার, উদয়পুর, গোমতি জিলা।

ICA/D/977/19-20

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
অনিরুদ্ধ রায়
মহকুমা শাসক
উদয়পুর, গোমতি জিলা
দিবাকর জমাতিয়া
৬/৯/২০১৯ ইং

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

জাগরণ 21 September, 2019, Saturday আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৩ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

মোদী-বাট্টুলগা সাক্ষাৎ : ভিডিও কনফারেন্সিয়ের মাধ্যমে মঙ্গোলিয়ার বুদ্ধমূর্তি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খাল্টমাগিন বাট্টুলগার সঙ্গে নয়াদিল্লিতে শুক্রবার নিজের বাসভবনেই সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এখানেই একটি ভিডিও কনফারেন্সিয়ের মাধ্যমে একসঙ্গে মঙ্গোলিয়ায় ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি বাট্টুলগা। এই উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই বুদ্ধের মূর্তি ভারত ও মঙ্গোলিয়ার বন্ধুত্বের চিহ্ন এবং এটি বুদ্ধের ঐতিহ্যের কথাও বলে।' ভারত-মঙ্গোলিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভালো করতেই বৃহস্পতিবার পাঁচ দিনের সফরে ভারতে এসেছেন মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খাল্টমাগিন বাট্টুলগা। এদিন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রাভীশ কুমার টুইট করে জানিয়েছেন, 'এক দশকে এই প্রথম দিল্লি এলেন মঙ্গোলিয়ার কোনও রাষ্ট্রপতি। তাঁর সঙ্গে এসেছেন উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং ব্যবসায়িক দল। মন্ত্রী কিরণ রিজিজু রাষ্ট্রপতি বাট্টুলগা-কে স্বাগত জানান।' শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দ। এর পর রাজঘাটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি।

মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি খাল্টমাগিন বাট্টুলগা এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলিধরণের সঙ্গে দেখা করেছেন। সবশেষে তিনি আসেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, নয়াদিল্লিতে ভারত-মঙ্গোলিয়া বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণ করবেন মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রপতি বাট্টুলগা। তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গেও দেখা করেন শুক্রবার। পাঁচ দিনের সফরে আগ্রায় একটি অনুষ্ঠানেও যাবেন বাট্টুলগা। কর্ণাটকে রওনা দেওয়ার আগে তিনি বুদ্ধগয়ায় যাবেন। কর্ণাটকে তিনি রাজ্যপাল বাজুভাই বালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর আরেকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, দুই দেশের পরিকাঠামো, শক্তি, দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি এবং ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা হবে এই সফরে।

১২ দফা দাবী আদায়ে শীলাছড়িতে সিপিএমের মিছিল, ব্লকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২০ সেপ্টেম্বর ।। মাথার উপর প্রখর রোদ, অপরদিকে প্রচণ্ড গরম। অসহ্য গরমে ১২ দফা দাবি আদায়ে শিলাছড়িতে সংগঠিত হলো মিছিল। সিপিআইএম শিলাছড়ি, ঘোড়াকাপ্পা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে গর্জমান মিছিল সংগঠিত করে শিলাছড়ি ব্লকে ডেপুটেশন প্রদান করে। মিছিল থেকে আওয়াজ উঠে রেগার মজুরি ৩৪০ টাকা না করে বিধায়ক, মন্ত্রীদের ভাতা বৃদ্ধি কেন রাজ্য সরকার জবাব দাও। সিপিআইএম শিলাছড়ি, ঘোড়াকাপ্পা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে, গর্জমান মিছিল সংগঠিত করে শিলাছড়ি ব্লকে ডেপুটেশন দেন। ১২ দফা দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হলো- শিলাছড়ি ব্লক এলাকায় জনগণের জন্য পর্যাপ্ত কাজ ও খাদ্যের সংস্থান করতে হবে, ঘোড়াকাপ্পাতে যে কোন একটি ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করতে হবে, ঘোড়াকাপ্পা থেকে কাপতলী পূর্ত দপ্তরের অর্ধনির্মিত রাস্তা, অতিসত্ত্বর চালু করতে হবে, ঘোড়াকাপ্পা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একটি উপজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে হবে, শিলাছড়িতে অতিসত্ত্বর অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, ভিলেজগুলিতে পিডিএফ ফান্ডের হিসাব, রেগার কাজের যাবতীয় হিসাব এবং কৃষিদপ্তর থেকে বিভিন্ন সামগ্রী বণ্টনের বেনিফিসিয়ারী নাম ও ঠিকানা, গ্রাম সংসদের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করতে হবে, ব্লক থেকে যে সমস্ত শৌচাগার নির্মাণ হচ্ছে, তা সরাসরি আইওদের দিয়ে করতে হবে, এর মধ্যে কোন মধ্যস্থকারী নিয়োগ করা চলবে না, রেশনসপগুলিতে জনগণের বরাদ্দকৃত নানা সামগ্রী, যথাসময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, শিলাছড়ি পুরাতন হাসপাতালের কক্ষগুলির সামগ্রী, শিলাছড়ি বাজার শেডের সামগ্রী, সুকান্তপল্লী আইসিডিএস সেন্টারের ইট, শিলাছড়ি গ্রোথ সেন্টারের দ্বিতলের বাউন্ডারী ভেঙে ইট চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, পুরাতন সরকারের অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি দ্রুত শেষ করা, ঘোড়াকাপ্পাতে একটি পুলিশের আউটপোস্ট স্থাপন করতে হবে। এই ১২ দফা দাবিতে করবুক মহকুমায় শিলাছড়ি, শুকনাছড়ি, কাপতলী, ঘোড়াকাপ্পা ও আইলমালা সহ বিভিন্ন এলাকার নারী পুরুষ শিলাছড়িতে জমায়েত হয়। প্রচণ্ড গরম এবং মাথার উপর প্রখর রৌদ মাথায় নিয়ে প্রায় দেড় কিমি পথ পরিক্রমা করে শিলাছড়ি ব্লকের সামনে গিয়ে জমায়েত হয়। মাথার ঘামে গোটা শরীর ভিজে যাচ্ছে তা সত্ত্বেও দাবি আদায়ে লড়াইয়ে শামিল ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধ। উদ্দিপনাময় মিছিল থেকে আওয়াজ উঠলো, সরকারি হাসপাতালে গেলে টাকা এই বিজেপি চাই না। জমায়েত থেকে ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল শিলাছড়ি ব্লকের বিডিও সি লাল ফাকসাঙগা নিকট ১২ দফা দাবির স্মারকলিপি তুলে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন পার্টি নেতৃত্ব বঙ্কিম চাকমা, মনিতা চাকমা, শান্তি বিজন চাকমা, শান্তি ত্রিপুরা, সুরমন চাকমা, শঙ্কর নন্দী প্রমুখ। জমায়েতে সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন পার্টি নেতৃত্ব রঞ্জিত চাকমা, রবী রঞ্জন দেওয়ান, থইরী মগ। আলোচনা করেন সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জীতেন্দ্র চৌধুরী, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, পার্টি করবুক মহকুমা সম্পাদক প্রিয়মনি দেববর্মা, পার্টি করবুক মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মানিক বণিক, আরশী মগ প্রমুখ।

কুমারঘাটে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।। সাংসদ হবার পর প্রথমবার কুমারঘাটে এসে দলের কর্মীদের হাত থেকে সংবর্ধনা নিলেন রাজ্যের দুই সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং রেবতী ত্রিপুরা। উনকোটি জেলার কুমারঘাট কো-অপারেটিভের হলঘরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রাজ্যের দুই সাংসদকে সংবর্ধনা প্রদান করল ভারতীয় জনতা পার্টি। পাবিয়াছলা মণ্ডলের উদ্যোগে হয় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের মঞ্চে দুই সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা দলের উনকোটি জেলা সভাপতি ভগবান দাস, দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক পবিত্র দেবনাথ, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ সিনহা সহ অন্যান্যরা। তাছাড়া জেলা এবং বুধ স্তরের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে হয় এদিনের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান। একে একে দুই সাংসদের হাতে পুষ্পস্তবক এবং উপহার তুলে দেন বিধায়ক ভগবান দাস, দলের যুবমোর্চার উনকোটি জেলা সভাপতি দীপঙ্কর গোস্বামী সহ অন্যান্যরা।

প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিকরে স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর ।। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমনই দিনে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে খুন হয়েছিলো রাজ্যের তরুন সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক। ২০১৭ সালের এমনই দিনে জিরানীয়াতে খুন হয়েছিলো শান্তনু ভৌমিক। দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক মিনিট নীরবতা পালন ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিমনার বৈরাগীপাড়ায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। সদর উত্তরের কাতলামারা বাজারে সিমনার বৈরাগীপাড়ার বিদ্যাসাগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শুক্রবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সিমনার কাতলামারা বাজারে বিদ্যাসাগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত রক্তদান শিবিরের আনুষ্টানিক উদ্বোধন করে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এ ধরনের সামাজিক কাজের বিকল্প নেই। রক্তদানের মতো পবিত্র কাজ ও পূণ্য অন্য কিছুতে নেই। রক্তদানের অনুভূতি ও তৃপ্তিটাই অন্যরকম। যারা রক্তদান করেন তারা কোনদিন অসামাজিক কাজে জড়িত হতে পারেন না বলে মনে করেন তিনি। এ ধরনের মহতী কাজে এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, সিমনা কাতলামারা, পঞ্চবটি সহ এসব এলাকার সঙ্গে তার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। পঞ্চবটিতে যখন গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল তখন থেকেই তিনি এই এলাকার মানুষের পাশে রয়েছেন। সাংসদ হিসেবে তার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, সিমনা এলাকায় রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে এই এলাকার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। রাজ্যের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রাস্তা তৈরি হবে সিমনা এলাকায়। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় সিমনা এলাকায় ৩৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে বলেও তিনি জানান। এই এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকারও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে সিমনা কাতলামারা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যাপক অংশের মানুষকে রক্তদান সহ সামাজিক কাজকর্মে শামিল হতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিলোনীয়ায় আন্তর্জাতিক জৈব বৈচিত্র দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ সেপ্টেম্বর।। বন দপ্তর এবং ত্রিপুরা জৈব বৈচিত্র পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে আজ বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে রাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক জৈব বৈচিত্র দিবস-২০১৯ পালিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তিনি বলেন, বর্তমানে বস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, পশু-পাখি বা বন-জঙ্গল সে হারে না বাড়ার কারণেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে হবে এবং জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। বনমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, বিশ্ব উষ্ণায়ণ দেখা দিচ্ছে। অর এ সবকিছু হচ্ছে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষের কারণে। পরিশেষে তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করে দিতে জৈব বৈচিত্র রক্ষা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক তার ভাষণে বলেন, বন্যপ্রাণী বা বনজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য রাজ্যে রাজ্যে জৈব বৈচিত্র পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। তিনি এগুলিকে রক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুরেশ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন মুখ্য বন সংরক্ষক ভি জি জেনার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জেলা বন আধিকারিক সঞ্জীব দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা দেব সরকার। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ আন্তর্জাতিক জৈব বৈচিত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি নিউজ লেটারের উদ্বোধন করেন এবং এই দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

কর্পোরেট কর কমানোর পদক্ষেপ ঐতিহাসিক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কর্পোরেট কর কমানোর পদক্ষেপটি ঐতিহাসিক। এটি "মেক ইন ইন্ডিয়া"-কে আরও চাঙ্গা করবে, বিশ্বজুড়ে বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে। আমাদের বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক উন্নতি করবে, আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং এর ফলস্বরূপ ১৩০ কোটি ভারতবাসীর জয় হয়েছে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে। গোয়ায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের চতুর্থ সাংবাদিক বৈঠকে একগুচ্ছ ঘোষণার পর টুইট করে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বৃহৎ আকারে চাঙ্গা করতে শুক্রবার দেশীয় সংস্থাগুলির সমস্ত কর ও সারচার্জসহ কার্যকর কর্পোরেট কর ২৫.১৭ শতাংশ কমানো হয়েছে। এদিন গোয়ায় সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, 'নতুন করের হার চলতি অর্থবছর থেকে প্রযোজ্য হবে যা গত ২ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বাড়াতে কর্পোরেট কর হ্রাস এবং অন্যান্য আর্থিক ছাড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এদিনের ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করেছেন, 'গত কয়েক সপ্তাহের ঘোষণাগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আমাদের সরকার ভারতকে ব্যবসায়ের আরও উন্নত স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে, সমাজের সব শ্রেণীর সুযোগের উন্নতি করতে এবং ভারতকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নতি করতে সমৃদ্ধি অর্জনে কোনওরকম প্রচেষ্টাই ছাড়ছে না।'

লাগাতার সাত সপ্তাহ ধরে শ্রীনগরে বন্ধ জুম্মার নমাজ

শ্রীনগর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জুম্মার নমাজের পর হিংসার আশংকায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই নিয়ে লাগাতার সপ্তম শুক্রবার জামিয়া মসজিদ সহ অন্যান্য বড় মসজিদে বন্ধ রইল শুক্রবারের প্রার্থনা। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের মহল্লার মসজিদে নমাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আগাম সতর্কতা হিসাবে যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কাশ্মীর ঘাটির অনেকগুলি স্থানে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পর্যটন যেন তীর্থযাত্রা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকে, হিন্দুস্থান সমাচার-এর অনুষ্ঠানে বার্তা যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশ খুবই সমৃদ্ধ, কিন্তু ওই সমৃদ্ধিকে সমাজের সম্মুখে নিয়ে আসার জন্য সংবাদহীনতা এবং দূরদর্শিতার অভাব রয়েছেউ এই লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল, যা আদতে হয়নি। পর্যটন প্রচারের স্বার্থে মহতউদ্যোগ নিয়েছে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারউ এ জন্য হিন্দুস্থান সমাচারকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আশা করছি হিন্দুস্থান সমাচার-এর এই প্রয়াসের সুফল মিলবেউ বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে, শুক্রবার লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত হয় উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-২ 'তীর্থযাত্রা-পর্যটন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন' শীর্ষক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। নীরব থেকে আমরা কখনই পরিবর্তন আনতে পারব না। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরউ মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, উত্তর প্রদেশে কৃষি ও পর্যটন ক্ষেত্র সর্বাধিক উর্বর এবং জলের সম্পদে পরিপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই অপরিমেয় প্রগতির সম্ভাবনা রয়েছেউ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের কাছে অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষের মতো বড় তীর্থস্থান ও ধর্মীয় পর্যটনস্থল রয়েছে। পর্যটনকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, বরং ঐতিহ্য, বন্যজীবন পর্যন্ত প্রসার ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করা উচিতউ উত্তর প্রদেশে পর্যটনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটনকে তীর্থযাত্রা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রেখে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, অযোধ্যায় আগে দীপাবলির সময় শস্ত্রপুজো প্রভৃতি করা হতো। কিন্তু, আমাদের সরকার সাধু-সন্তদের সঙ্গে কথা বলে সম্মিলিতভাবে উতব উদযাপনের ঐতিহ্য শুরু করেছেউ দীপোতব এখন অযোধ্যার সঙ্গে জড়িত। পরিকল্পনা এবং সহযোগিতার দ্বারাই পর্যটনের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেওয়া যেতে পারে।

গন্ডাছড়ায় উন্নয়নমূলক কাজ ঘুরে দেখলেন সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।। প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বুধবার গন্ডাছড়াতে বেশ কিছু উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য জায়গা ঘুরে দেখেন। এইদিন সকাল নয়টায় প্রথমে জগবন্ধু এলাকার রাম কুমার পাড়ায় ছুটে যান। সেখানে একটি একলব্য বিদ্যালয়ের জন্য জায়গা ঘুরে দেখেন। এরপর একে একে উল্টাছড়াতে বিএমএফ হেড কোয়াটার, ভগিরত কলোনিতে ডুম্বুর নগর ব্লক অফিস, বাইগনপা এলাকাতেও একলব্য বিদ্যালয়ের জন্য আর একটি জায়গা দেখেন, গন্ডাছড়া শ্মশান ঘাট এলাকায় একটি আধুনিক মানের মোটরস্ট্যাড এবং সেখানেই একটি ইন্ডোর স্ট্যাডিয়ামের জন্যও জায়গা ঘুরে দেখেন। এই দিন পরিদর্শন কালে সাংসদের সঙ্গে ছিলেন গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক, ডিসিএম সহ এলাকার সমাজ সেবক বিকাশ চাকমা, আদিত্য সরকার প্রমুখ। সাংসদ বলেন একলব্য বিদ্যালয়ের জন্য রাম কুমার পাড়া এবং বাইগনফা পাড়ার মধ্যে যে কোন একটা জায়গা সবার সাথে আলোচনা করে বেছে নেওয়া হবে। তিনি বলেন গন্ডাছড়াতে পেন্ডিং কাজগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যাক এবং আমাদের এলাকায় একটা উন্নয়ন আসুক এটাই আমাদের লক্ষ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ গীতা প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে যুব সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।। দেশ ও সমাজের উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভর করে যুব সম্প্রদায়ের উপর। বলিষ্ঠ, নির্ভিক ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান যুবসম্প্রদায়ই দেশ ও জাতিকে একটি সমুন্নত আদর্শের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, দেশকে ঐশ্বর্য্যশালী করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যুবসম্প্রদায়কে উপযুক্ত ও পরিপক্ক করে গড়ে তুলতে গীতার শাস্বত বাণী একান্ত সহায়ক হতে পারে। তাই যুবসম্প্রদায়কে গীতার মহাত্ব সম্পর্কে অনপ্রাণিত করার জন্য শ্রীমদ্ভগবদ গীতা প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর, বিকাল ৪টায় আগরতলা টাউন হলে এক মহতী যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, ইন্টারন্যাশনাল গীতা মিশনের প্রেসিডেন্ট ড ঃ স্বামী চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শংকর মঠ ও মিশনের স্বামী বিভূদানন্দ সরস্বতী, সাংসদ নীতিশ প্রামানিক, সাংসদ জগন্নাথ সরকার, গোয়া এনআইটি'র অধিকর্তা গোপাল মুগেরাইয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারনকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।